শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■29 April 2019 ■আগরতলা, ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■১৫ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ উত্তর জেলার বহু গ্রাম, বিদ্যুৎ পরিষেবা লন্ডভন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ এপ্রিল।। আজ সকালের প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি সহ বহু গ্রামে। আচমকা এই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বহু বাড়িঘর ভূপাতিত হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে পরিবাহি তার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। চুরাইবাড়ি বাজারে এবং রেলওয়ে স্টেশন সহ রেল তেমাথায় বাড়িঘর, দোকানপাট ব্যাপকহারে ভূপাতিত হয় পড়েছে। অবশ্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এ ধরনের কালবৈশাখীর তাণ্ডব লক্ষ্য করা যায়নি চুরাইবারি কদমতলা এলাকায়।আজ সকাল পাঁচটা থেকে আচমকা সেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব আছড়ে পড়ে উত্তর জেলা জুড়ে। আর এই ঘূর্ণিঝড়ের অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি হয় চুরাইবারি, ফুলবাড়ী, লক্ষীনগর, খেরেংজুরি ও খাদিমপাড়া, কদমতলা সহ প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকাতে।কদমতলা ব্লকাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রামের ২ নং ওয়ার্ডের খাদিমপাড়ার লেস উদ্দিন, রামবদন, কলিন উদ্দিন, জমির আলী, অসিত রুদ্র পালদের বসতি ঘর সম্পূর্ণ ভূপাতিত করে ফেলে। কোথাও আবার একজনের ঘরের ছাউনি ধানের জমিতে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। টিনের চাল একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে অকেজো হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকেরই দাবি সরকার যেন সেই দিকে নজর দেয় এবং আর্থিক সাহায্য করেন। একেবারে প্রত্যন্ত দরিদ্র এই গ্রামটি কালবৈশাখীর হাত থেকে পুনরায় রুখে দাঁড়াতে হলে একমাত্র সরকারি সাহায্য প্রয়োজন।

এদিকে চুরাইবাড়ি স্টেশন চত্বর সহ বাজার এলাকায় বড় বড় বৃক্ষ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কোথাও আবার দোকানপাট ও বাড়ি ঘরের উপর সে গাছগুলি আছড়ে পড়ে তাতে ঘরের ছাউনি নষ্ট হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আর তাতে পরিবাহি তার গুলি একেবারে ছিড়ে কয়েক টুকরো হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে থাকা একটি পরিবার অল্পের জন্য রক্ষা পায়। বড় একটি গাছ তাদের বসতি ঘরের উপর পড়ে তাতে অল্পের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাণ রক্ষা হয়। এককথায় ঘণ্টাখানেকের ঘূর্ণিঝড়ে রীতিমতো টি-টোয়েন্টি এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে বহু বাড়ি ঘর তছনছ হয়ে যায় চুড়াইবাড়ি এলাকায়। ছবি নিজস্ব।

কৈলাসহরে বিচার সভায় নৃশংস খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ এপ্রিল ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ইরানি থানার যুবরাজনগরে বিচার সভায় প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে খুন হল এক ব্যক্তি। নিহতের নাম মাহমুদ হোসেন। বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ রোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়। হাসিম আলী নামে এক যুবক ছুরি দিয়ে গলার শ্বাসনালি কেটে তাকে হত্যা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। খুনি হাসিম আলীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তার ভাই শাহিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ আধিকারিক সহ অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও টিএসআর এলাকায় টহল দিচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহমুদ হোসেন এবং ইরানি এলাকার শাহিন আলী পেশায় দুজনই রাজমিস্ত্রি। তারা ধলাই জেলার আমবাসার ডুলুবাড়িতে কাজ করতো। টাকা পয়সা নিয়ে দুজনের মধ্যে গত ২২ এপ্রিল বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। মাহমুদের আক্রমণে শাহিনের হাত ভেঙে যায়। এব্যাপারে আমবাসা থানায় মামলা দায়ের করে শাহিন। পরবর্তী সময় বাড়িতে এসে স্থানীয় লিগ্যাল এইড ক্লিনিকের দ্বারস্থ হয় শাহিন। লিগ্যাল এইড ক্লিনিক থেকে উভয় পক্ষকে মীমাংসা করার জন্য নোটিশ জারি করা হয়। ক্লিনিকের ইনচার্জ কামাল মোসদ্দর এবং পিএলভি আজমির হোসেন খান সহ উভয় পক্ষের লোকজনরা সীমাংসা বৈঠকে রবিবার বিকেলে উপস্থিত হন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় অভিযুক্ত মাহমুদ অসুস্থ শাহিনকে চিকিৎসাবাবদ ৫ হাজার টাকা দেবে। মাহমুদের পরিবার থেকে এই টাকা কমিয়ে তিন হাজার টাকা করার অনুরোধ জানায়। এনিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। উভয় পক্ষই পঞ্চায়েত অফিস কক্ষের বাইরে আসা মাত্রই শাহিনের বড় ভাই হাসিম আলী ছুরি দিয়ে মাহমুদের গলায় আঘাত করে। তাতে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে মাহমুদ এবং মারা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে। পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনরাও ছুটে আসে। খবর পাঠানো হয় ইরানি থানায়। পুলিশ শাহিনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় মীমাংসা বৈঠকে মাহমুদকে মারধর করার পরিকল্পনা তাদের আগে থেকেই ছিল। মূল অভিযুক্ত হাসিম আলী পলাতক। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলায় গোর্খাবস্তি এলাকায় এক বাইক চালক গুরুতর জখম হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত ওই বাইক চালককে শহরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, টিআর-০৬-৯২০৯ নম্বরের একটি পালসার বাইক নিয়ে চালক গোর্খাবস্তি এলাকায় পৌঁছে। মাত্রাতিরিক্ত গতিবেগে ছুটে গিয়া বাইক নিয়ে চালক রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা দেয়। তাতে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। চালকের হেলমেট না থাকায় মুখে ও মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে। সাথে সাথেই উপস্থিত লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে।

এদিকে, রবিবার গভীর রাতে আগরতলা-মোহনপুর সড়কের ফটিকছড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে একটি দ্রুতগামী অটো ও ইকো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোচালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে আসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। অটোরিক্সাটি আগরতলা থেকে আসছিল। ইকো গাড়িটি মোহনপুরের দিয়ে যাচ্ছিল। গভিররাতে দ্রুতবেগে চলার সময় চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। সে কারণেই ভয়াভয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সিধাই থানার পলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। অটো ও ইকো গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার পরপরই ইকো গাড়ির চালক পালিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত তাকে আটক করা যায়নি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিত্যদিন দূর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এক্ষেত্রে চালকদের অসচেতনতাকে অনেকাংশেই দায়ী করেছে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকেও দায়ি করা হচ্ছে।

৭২টি লোকসভা আসনের জন্য আজ চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ গোটা দেশে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাত পোহালেই গোটা দেশজুড়ে চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ৯টি রাজ্যের ৭২টি লোকসভা আসনের জন্য হবে ভোটগ্রহণ। মহারাষ্ট্রের ১৭, পশ্চিমবঙ্গে ৮, মধ্যপ্রদেশে এবং ওডিশায় ৬টি করে, বিহারে ৫, ঝাড়খণ্ডে ৩, জম্মু ও কাশ্মীরে ১, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে ১৩টি করে আসনে হবে ভোটগ্রহণ। চতুর্থ দফায় ভোটগ্রহণে অংশগ্রহণ করবে ১২.৭৯ কোটি ভোটার। দেশজুড়ে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৯৬১ জন প্রার্থীর। এর মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, সুভাষ ভামরে, এসএস আলুওয়ালিয়া এবং বাবলু সুপ্রিয় মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা। অন্যদিকে এই নির্বাচনে ভাগ্য নির্ধারণ হবে কংগ্রেসের সলমন খুরশিদ এবং অধিররঞ্জন চৌধুরীর। এখানেই শেষ নয়। হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন সিপিআই প্রার্থী কানহাইয়া কুমার, বিজেপির বৈজন্ত পান্ডা, কংগ্রেসের উর্মিলা মাটোন্ডকর, সপার ডিম্পল যাদব, তৃণমূলের শতাব্দী রায়, কংগ্রেসের মিলিন্দ দেওরা। দেশজুড়ে পোলিং বুথ ও স্টেশন মিলিয়ে প্রায় ১.৪০ লক্ষ কেন্দ্র ভোটগ্রহণ করা হবে।

মহারাষ্ট্রে যে ১৭টি লোকসভা আসনের জন্য ভোট হবে তা ২০১৪ সালের নির্বাচনে জিতেছিল বিজেপি-শিবসেনা জোট। উত্তর মহারাষ্ট্র এবং মুম্বইয়ে নিজেদের হারানো রাজনৈতিক প্রতিপত্তি উদ্ধার করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এই নির্বচনে। অন্যদিকে এনসিপি থাণে এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রে ভাল করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ ভামরে, কংগ্রেস প্রার্থী মিলিন্দ দেওরা এবং উর্মিলা মাটোন্ডকরের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। সব মিলিয়ে ৩২৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য মহারাষ্ট্রে নির্ধারণ হবে।

সোমবারের নির্বাচনে রাজস্থানে ১১৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে। এই নির্বাচন ভাগ্য নির্ধারণ হবে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভব। যোধপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন বৈভব। ছেলের হয়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন অশোক গেহলট। ২০১৪ সালের নির্বাচন বিজেপি সবকটি আসনে জয়ী হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে যে ছয়টি আসনে ভোট হবে। তাতে মূলত লড়াই হবে বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে। বিহারে যে পাঁচ আসটি চতুর্থ দফায় ভোট হচ্ছে তা ধরে রাখতে মরিয়ে হয়ে উঠেছে জেডি(ইউ)-বিজেপি। অন্যদিকে আরজেডি-কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট জোর টক্কর দিতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে আট আসনে চতুর্মুখী লড়াই হতে চলেছে বিজেপি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে সমস্যায় পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হবে কি না পর্ষদ, এনিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্তর নেশা সামগ্রীসহ ছয় যুবক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরে ইরানি থানা এলাকা থেকে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী অভিযান চালিয়ে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার সহ ৬ যুবককে পাকড়াও করেছে। অপর ৭ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ইরানি থানার ওসি আলঙ্গির হোসেন-এর নেতৃত্বে পুলিশ এ টিএসআর বাহিনী ইরানি থানার অন্তর্গত পশ্চিম ইয়াজে খাওরা গ্রামের ওয়াহিদ আলির বাড়িতে হানা দেন। তাদের কাছে খবর ছিল ওয়াহিদ আলির বাড়িতে নেশার আসর বসেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী সেখানে হানা দেয়। নেশা আড্ডাখানা থেকে ৬ জনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তারা হল, মহম্মদ আমিন আলি, মহম্মদ সমশের আলি, জোসেফ লালরুইয়া ডার্লং, মহম্মদ আব্দুল খালেখ এবং মহম্মদ শাহ জাহান আলি। পুলিশের আঁচ পেয়ে বাড়ির মালিক ওয়াহিদ আলি সহ ৭ জন সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ ঐ বাড়ি থেকে ২৫ কোটা ব্রাউন সুগার ও ১৫০টি নেশা জাতিয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। ওই বাড়ি থেকে ৩টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। যারা পালিয়ে গেছে মোটর সাইকেল গুলি তাদেরই বলে পুলিশ জানায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে কুৎসা

বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার সৈকত কৈলাসহরে পুলিশ কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে কুৎসা রটানোর জন্য এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার এনসিসি থানার পুলিশ ও সদর এসডিপিও আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বিমান বন্দর থেকে সৈকত তলাপাত্র নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রসঙ্গত, নিজের ফেইসবুক একাউন্ট থেকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তাঁর স্ত্রী নীতি দেবকে নিয়ে কুৎসা প্রচার করেছিল সৈকত। অনুপম পাল নামে এক যুবকও একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী জড়িয়ে কুৎসা রটিয়েছে। এই ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় উভয়ের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা মামলাটির তদন্ত হাতে নিয়ে অনুপম পাল এবং সৈকত তলাপাত্রের খোঁজ শুরু করে। রবিবার গোপন সূত্রে পুলিশে খবর আসে সৈকত তলাপাত্র আজ রাতে বিমানে রাজ্যের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সে মোতাবেক এনসিসি থানার পুলিশ এবং সদর এসডিপিও যৌথ অভিযানে বিমানে বোর্ডিংয়ের সময় তাকে আটক করে। পুলিশ সৈকত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে বাড়ছে হিন্দু নির্যাতন, উদ্বিগ্ন ঐক্য পরিষদ, রাজ্যেও ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধ, আগরতলা/ ঢাকা, ২৮ এপ্রিল।। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে রবিবার বক্সনগরে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করেছে হিন্দু সমাজ। এদিন বিকালে হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে যে মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে তাতে নেতৃত্ব দেন প্রদীপ দেব, অঞ্জন দেবনাথ, মুধুসুধন দেব। সংগঠনের তরফে প্রশ্ন করা হয়েছে কেন শেখ হাসিনা সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

বাংলাদেশে সর্বশেষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অতীতের মত দুই ভয়াবহ অস্ত্র ভারত-বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহৃত না হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর, জায়গা-জমি দখল, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা, দেশ ছাড়ার হুমকি, অপহরণ ও ধর্মান্তরিত করার ঘটনা কমেনি। ঘটছে হত্যাকান্ডের ঘটনাও। নির্বাচনের পরের তিন মাস অর্থাৎ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চের পরিসংখ্যান বলছে, এই তিন মাসে ১৮৩টি ঘটনা ঘটেছে। জানুয়ারিতে ৬৪, ফেব্রুয়ারিতে ৫৫ ও মার্চে ৬৪টি ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নেতারা বলেছেন, অবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক। কেন হঠাৎ করে এই হিংসা বাড়ছে তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, হিন্দু কিশোরী-যুবতীদের অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর মধ্যে শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ জানিয়ে জামালপুর ও মুন্সীগঞ্জে দুই কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। চুয়াডাঙ্গা ও চাঁদপুরে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটছে ধর্ষণের ঘটনা। কোন কোন ঘটনা বেশি ঘটছে জানতে চাওয়া হলে পূজা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক অশান্তি নেই, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নই আসে না ঃ নীতি রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এ ধরনের কুৎসা প্রচার, দাবি বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। কুৎসা নিয়ে ভীষণ হতাশ, তাই স্বামীর সাথে আগরতলায় পৌঁছে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জায়া নীতি দেব। রবিবার আগরতলা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতি বলেন, আমি ত্রিপুরার মেয়ে। আমাকে এবং আমার স্বামীকে জড়িয়ে যেভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে তাতে ভীষণ আহত হয়েছি আমি। তাঁর কথায়, একজন মহিলার সাথে এ-ধরনের আচরণ কেউ করতে পারে, সত্যি ভাবতে পারছি না।

নীতি আজ আবারও জানান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ধরনের পারিবারিক অশান্তি নেই, ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নই আসে না। তাঁর সাফ কথা, ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল সংস্করণে এবং পরে তা রাজ্যের বিরোধী সিপিএম তাঁদের পারিবারিক অশান্তি সম্পর্কে মিথ্যা খবর প্রকাশ করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

নীতি আজ ফের দাবি করেন, সোশাল মিডিয়ায় যে খবর প্রচার করা হচ্ছে তা মোটেও সত্য নয়। একাংশ রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থ স্বিদ্ধির জন্য এমন কুরুচিকর খবর প্রকাশ করে নিজেদের নোংরা, বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। নীতি মনে করেন, এ-ধরনের অন্তঃসারশূন্য মস্তিষ্কপ্রসূত খবর কেউ বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে যে-সব তথ্য খবরের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলোকে অকাট্য ভুয়ো বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন নীতি। বলেছেন, এ-খবর প্রকাশ করে তাঁদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করছে অশুভ শক্তি।

আগরতলা বিমানবন্দরে সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী। ছবি নিজস্ব।

নীতির কথায়, আমি ত্রিপুরার মেয়ে। তা আমি গর্বের সাথে স্বীকার করি। শুধু তা-ই নয়, আমি যখনই বেড়াতে যাই তখন ত্রিপুরার চিরাচরিত পোশাক পরিধান করি। তিনি জানান, অনেকে এই পোশাকের প্রশংসা করেন, তখন ভীষণ গর্ব হয় আমার।

এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা নীতি দেবের স্বামী বিপ্লব দেব বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন এ-ধরনের কুৎসা। তবে জনবর্জিত এবং ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য কখনওই সফল হবে না বলে জোর গলায় দাবি করেন তিনি। সাথে যোগ করেন, থানায় একাধিক মামলা হয়েছে। ফলে, কেউ রেহাই পাবেন না।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পত্নীকে জড়িয়ে নানা ধরনের কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে। এ সম্পকে একাধিক মামলাও নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ কুৎসা প্রচারকারীদের ধরপাকরও শুরু করে দিয়েছে বলে খবর।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৯৮ ▫ ২৯ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ১৫ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা

জনগণের মতকে পায়ে মাড়াইয়া রিগিং ছাপ্পা ভোট চালাইয়া, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাইয়া যাহারা জয় ছিনাইয়া নিতে চায় তাহারা গণতন্ত্রের চরম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবার কথা। ত্রিপুরার নির্বাচনের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম পশ্চিম আসনে ভোট নিয়া নির্বাচন কমিশনের দ্বিধা দ্বন্দ জনমনে জোর প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট পশ্চিম আসনে পুণঃভোটের দাবীতে সোচ্চার হইয়াছে। কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে যাইবার হুমকি দিয়াছে। গত এগার এপ্রিল পশ্চিম আসনে ভোট হইয়াছে। আঠাশ এপ্রিল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভোট পর্বের আঠার দিন অতিক্রান্ত হইবার পরও নির্বাচন কমিশন কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিতেছে না। একথা সত্যি যে, পশ্চিম আসনে রিগিং ছাপ্পা ভোট, ভোটারদের ভোট দানে বাধা দ্যেয়ার ঘটনা ইত্যাদির খবর জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার গর্বকে ধুলায় লুটাইয়া দেওয়ার। ত্রিপুরা বিজয় করিয়া জাতীয় স্তরে বিজেপির ভাবমূর্ত্তি যতখানি উজ্জ্বলতা পাইয়াছিল এইবার পশ্চিম আসনে লোকসভা ভোট কাহিনী জাতীয় স্তরে বিজেপির ভাবমূর্ত্তি প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে নিশ্চয় দল আত্মসমীক্ষা করিবে এবং এক্ষেত্রে কি সাফাই গাইবে তাহা বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

লোকসভার পশ্চিম আসনে পুণঃভোট চাহিয়া কংগ্রেস সিপিএম সরব হইয়াছে। নির্বাচন কমিশনকে হুশিয়ারীও দিয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মারধোর হামলা ইত্যাদি চালাইয়াও বিরোধীদের গৃহবন্দী করিয়া রাখা যায় নাই। সিপিএম রাজ্য জুড়িয়া আন্দোলনের ঘোষণা দিয়াছে। তাহাদের শ্লোগান ছিল লড়াই লড়াই লড়াই চাই লড়াই করিয়া বাঁচিতে চাই। বিরোধীরা তো হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু, তবু তাহারা আক্রান্ত হইতেছে। যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়া যায় তখন রুখিয়া দাঁড়াইতে হয়। পেশী শক্তি দমন পীড়ন চালাইয়া বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করা দূরের কথা বরং দ্বিগুণ শক্তিতে তাহারা প্রতিবাদ প্রতিরোধে আগাইয়া যায়। ত্রিপুরায় ক্ষীণবল কংগ্রেস জাগিয়া উঠিল কিভাবে? এই সেদিনও চারজন লোকও পাইত না কংগ্রেস, আজ এই দল রীতিমতো বিজেপিকে টেক্কা দিতে চাহিতেছে। ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থানের জন্য কংগ্রেসের অবদান অনস্বীকার্য্য। ঠিক তেমনি আবার রাজ্যে কংগ্রেসের উত্থানের জন্য অবদান যুগাইয়াছে বিজেপি। এই সত্যি অস্বীকারের কোনও উপায় নাই।

মূল কথা হইতেছে নির্বাচন কমিশনের দীর্ঘসূত্রিতা। এই বিষয়ে কমিশনকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হইবে যাহাতে জনগ্রাহ্যতা পায়। প্রমাণিত হইয়াছে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করিলে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করিতে পারে। পূর্ব আসনে নির্বাচনে সব দল সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছে। কমিশনকে অতিনন্দিত করিয়াছে। পশ্চিম আসনের নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট সম্পন্ন করিতে না পারার দায় তো অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। নির্বাচনের আঠার দিন অতিক্রান্ত হইবার পরও নির্বাচন কমিশনের মুখে কুলুপ আঁটিয়া বসিয়া থাকার ঘটনা খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে সংশয় সন্দেহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হইতেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিম আসনে বিরোধীদের দাবী সম্পর্কে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে যত বিলম্ব হইবে ততই কমিশন প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইবে।

নির্বাচনী পর্যালোচনা ঐতিহ্যের প্রচার চান কৃষ্ণনগরবাসী

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : "অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে...পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে...জীর্ণ ফাটল-ধরা এক কোণে তারি...অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।" এমন কোনও বাঙালি কি খুঁজে পাবেন, যিনি এই ছড়াটা জীবনে শোনেননি? কেউ কেউ হয়ত পুরোটা না হোক, ক'টা লাইন বলে দিতে পারবেন না দেখে। সেই স্মৃতির অঞ্জনা আজ কৃষ্ণনগরে নিছকই ইতিহাস। আজ বাদে কাল এখানে ভোট। কী ভাবছেন কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা? উজার করে দিলেন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কাছে।

স্মৃতির ডালি বললে কম বলা হবে। কৃষ্ণনগরের মত ঐতিহ্য বাংলার ক'টা জায়গায় আছে? অধুনা কলকাতা নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত রায়ের গোটা ছেলেবেলা কেটেছে কৃষ্ণনগরে। ৬৬ বছর বয়সেও তাঁর চোখ চকচক করে ওঠে কৃষ্ণনগরের কথা শুনলে। তাঁর সাফ কথাসাংসদ যে-ই হোন, উন্নতি হোক কৃষ্ণনগরের। তাঁর আক্ষেপ, বার বার বলা সত্বেও স্ত্রী মিষ্টুনি কৃষ্ণনগরের খ্রিষ্টমন্দির দেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এ রকম জিনিস আর কোথায় আছে?

একই মন্তব্য কৃষ্ণনগরের বিএনদত্ত লেনের বিশিষ্ট লেখক স্বদেশ রায়ের। তাঁর প্রশ্ন, ক'জন জানেন রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় তৈরি হয়েছিল এই মন্দির? ইসরায়েলে প্রভু যিশুর সমাধির অনুকরণে তৈরি এক ক্ষুদ্র সংস্করণ আছে কৃষ্ণনগরের এই উপাসনালয়ে। স্বদেশবাবুর আর্জি, ঞ্র'নতুন সাংসদের কাছে প্রার্থনা করব, এই খ্রিষ্টমন্দির, ফুলিয়ায় রামায়ণের কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতি এবং পলাশির প্রান্তর নবীন প্রজন্মের সবাইকে দেখানোর ব্যবস্থা হোক।ঞ্র' এর জন্য কৃষ্ণনগর উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করে তাদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় আবার পরে আসা যাবে। বরং, এক ঝলক পাতা ওল্টানো যাক নির্বাচন কমিশনের তথ্যে। তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর (উত্তর) ও নবদ্বীপ এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র। ২০০৯-এর নির্বাচনে ভোট দেন মোট ভোটদাতার ৮৫.৫০ শতাংশ, সংখ্যাটা ছিল ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭১১। তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস পাল পান ৪২.৪৩ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থীর ঝুলিতে পড়ে ৩৫.০৩ শতাংশ, বিজেপি-র সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় পান ১১.৭৬ শতাংশ। ২০১৪-র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের তাপসবাবুর ভোট কমে হয় ৩৫.১৪ শতাংশ। বিজেপির সত্যব্রতবাবুর ভোটের শতাংশ বেড়ে হয় ২৬.৩৮। সিপিএমের ভোট কমে হয় ২৯.৪৩ শতাংশ। কংগ্রেস পায় ৬ শতাংশেরও কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে শুরু করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নানা সময় অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির জীবন বা কথা ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণনগরের সঙ্গে। ইতিহাসের আকর রাজবাড়ি, নবদ্বীপ থেকে ঘূর্ণি ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি। এসব যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। স্বদেশ রায়ের বক্তব্য, "তাপস পাল তাঁর সাংসদ জীবনের প্রথম পর্বে (২০০৯-'১৪) উন্নয়নের কাজ নানা ভাবে করার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার চেষ্টাও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিঁকে ছেঁড়েনি প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ও আগ্রহের অভাবে।"

নতুন সাংসদের কোন দিকটায় বেশি নজর দেওয়া উচিত? স্বদেশবাবুর জবাব, "ঘূর্নির মৃৎশিল্প জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আধুনিক ও উন্নত মানের বিপণনব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে বাজারজাত না করতে পারলে এই ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি নতুন সাংসদকে নজর রাখতে হবে চাষিরা যাতে পাটের নায্য দাম পান। এই অঞ্চলে অনেকের রুজি এর ওপর নির্ভর করে। পলাশির প্রান্তরে বারবার নিয়ে যেতে হবে নবীন প্রজন্মকে। না হলে দেশের প্রতি ওঁদের ভালবাসা তৈরি হবে কী করে?"

কৃষ্ণনগরের আমিনবাজারের বাসিন্দা প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সঞ্জিত দত্তের কথায়, "গত দুই পর্যায়ে তৃণমূল সাংসদের ভূমিকায় আমি খুশি নই। বাংলাদেশের একটি কারখানার দূষিত বর্জ্য চূর্ণি নদীতে মিশে জল বিষাক্ত করে দিচ্ছে। সমস্যাটা অনেক দিনের। এটা বন্ধ করা, চূর্ণি এবং অঞ্জনা খাল সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা তিনি করেননি।"

এখানকার নতুন সাংসদের কাছে কী আশা? "ওই যে দুটো আবশ্যিক বিষয় বললাম!", সঞ্জিতবাবু বলেন, "চূর্ণির পাশাপাশি জলঙ্গিও শুকিয়ে যাচ্ছে। এগুলির সংস্কার করতে হবে। কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর সীমান্ত বরাবর রেলপথ তৈরি নিয়ে গত ১১৫ বছর ধরে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ২০০৪ সালে সমীক্ষা করিয়েছিলেন। নয়া সাংসদ যদি কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর ৮০ কিলোমিটার, করিমপুর থেকে বহরমপুর আরও প্রায় ৯০ কিলোমিটার রেলপথ তৈরিতে উদ্যোগী হন, লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।"

ছয়ের পাতায়

বিজ্ঞানীরা 'ব্ল্যাক হেল' দেখতে পেয়েছে

দেবীপ্রসাদ দুয়ারী

এই মুহূর্তে আমি যদি আকাশের দিকে তাক করে একটা বল ছুড়ে দিই, তাহলে সে আবার ফিরে আসবে, কিন্তু যদি প্রচণ্ড বেগে ছুড়ি? তাহলেও ফিরে আসবে, শুধু আগের থেকে আরও কিছু দেরিতে ফিরে আসবে, এই যা। কিন্তু তার থেকেও প্রচণ্ড গতিবেগে যদি ছুড়ি, তাহলে কি এমনটা হতে পারে যে, পৃথিবীর অভিকর্ষজ মায়াকে ছিন্ন করে সে চিরতরে পৃথিবী থেকে বাইরে চলে গেল, সেই বেগ-কে 'মুক্তিবেগ' বলা যাবে? এই ঘটনা থেকে ভাবা যাক, সূর্য—যে কিনা একটি তারা এবং তারাটির একটি ভরও রয়েছে, পৃথিবী থেকে যা অনেক অনেক গুণে বেশি। তার থেকে আলো বেরিয়ে আসছে বলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই ভর এতটা নয় যে, সে আলোর বেরিয়ে পড়াকে আটকে দিতে পারে। তাহলে এমন একটা বিরাট ভরের তারাকে যদি কল্পনা করি, যার অভিকর্ষজ বল অভুতপূর্ব, এবং এতটাই যে সে আলোকে বেরতে দিচ্ছে না? অর্থাৎ কিনা, আলোর গতিবেগ সেখানে 'এসকেপ ভেলোসিটি' বা মুক্তিবেগ থেকে কম। তাহলে তো আর সেই তারা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ আমরা আর দেখতে পাব না।

তাহলে তাকে কী বলব? 'কালো তারা'?

এই ধারণা আমরা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারলাম যখন ১৯১৬ সাল আইনস্টাইন তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব' প্রকাশ করলেন। সেখানে জানা গেল, অভিকর্ষজ বল যদি খুব তীব্র হয়, তবে স্থান এবং কালকেও সে বেঁকিয়ে দিতে পারে বা কুঞ্চিত করতে পারে। তাহলে আলো সরলরেখায় যায়, এই যুক্তিত খণ্ডিত হল, কারণ স্থান-কাল-যখন বেঁকে যাচ্ছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে আলোরও সরলরৈখিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে, অর্থাৎ বেঁকে যাবে। কিন্তু যদি এমন হয়, একটি বিপুল ভরের কোনও তারা, যার বিপুল অভিকর্ষজ বল, তখন সে তার স্থান-কালকে বক্র করছে তো বটেই, এমনকী নিজেকেও ধরে রাখতে না পেরে নিজেই সংকুচিত হতে হতে যেন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছয়। তখন সেই অভিকর্ষজ ক্ষেত্র হবে অত্যন্ত তীব্র। এই পরিস্থিতির ধারণা থেকেই 'ব্ল্যাক হোল' বা কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। যদিও ব্ল্যাক হোল শব্দটি আরও পরে ব্যবহার করেছিলেন জন হুইলার নামের এক বিজ্ঞানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল, তখন একজন জার্মান সৈনিক, সোয়ার্জসাইল্ড, যিনি আসলে ছিলেন একজন গণিতবিদ, আইনস্টাইনের এই তত্ত্বের কথা াজানতে পেরে অঙ্ক কষে দেখান, ব্ল্যাক হোল তো এখটি বিন্দু, তাকে আমরা কোনও দিন দেখতে পাব না। কিন্তু ব্ল্যাক হোলেরা আশেপাশে, এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে, যে জায়গাটা থেকে আলো যেন বেরিয়ে আসতে পারছে না। তিনি এই জায়গার আয়তন সম্পর্কে পরিমাপ করে দেখালেন, যা মোটামুটিভাবে স্ফীতকায় বা বর্তুলাকার। সেই অঞ্চলের ব্যাসার্ধ, তাঁরই নামে হল, 'সোয়ার্জিসাইল্ড রেডিয়াস'। সেই প্রথমই আমরা জানতে পারলাম, ব্ল্যাক হোল আমরা কখনও দেখতে পাব না, শুধু তা-ই নয়, তার চারপাশটা থেকেও আমরা কোনও আলো দেখতে পাব না। এই সেই 'ইবেন্ট হরাইজন'। কিন্তু এই কাল্পনিক দিকচক্রবালকেও যে আমরা সঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি তা-ও নয়। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন, যদি তাই হয়, তাহলে না-দেখতে পাচ্ছি তা-ও নয়। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন, যদি তাই হয়, তাহলে না-দেখেই আমরা বিশ্বাস করব কী করে যে, ব্ল্যাক হোল রয়েছে। তখন বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকবাবে বোঝালেন, যখন ব্ল্যাক হোলের আশেপাশের বস্তু, গ্যাস, তারাদের টেনে আনছে নিজের দিকে, তারা প্রচণ্ড গতিবেগে ঘুরতে শুরু করবে এই ইভেন্ট হরাজিন-এর চারিদিকে। এবং ঘুরতে ঘুরতে তাদের নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে এতটাই উত্তাপ তৈরি হবে যে, তারা আলো বিকিরণ করবে। সেই রিং-এর মতো গতিময় আলো বিকিরম দেখে আন্দাজ করা যেতে পারে, তার কেন্দ্রে একটা ব্ল্যাক হোল রয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য, আকাশে যত পরিমাণে তারা নক্ষত্র রয়েছে, তত ব্ল্যাক হোল নেই। তার সঙ্গে এমন অনন্ত অন্ধকার। আরও একটা ব্যাপার রয়েছে, সব তারাই যে সংকুচিত হয়ে ব্ল্যাক হোলে রূপান্তরিত হতে পারবে, এমনটা নয়। প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি স্ব-অভিকর্ষজ বল রয়েছে। একটি তারার ক্ষেত্রে হয় কী, তার কেন্দ্রে যখন তাপমাত্রা দেন কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার বেশি হয়, তখন হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম রূপান্তরণ হয়। এই পারিমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে যে প্রভৃত পরিমাণে শক্তি উদ্‌গত হয়, তা বাইরের দিকে একটি বিকিরণজনিত চাপ সৃষ্টি কসই চাপ আর অভিকর্ষজ বল যখন একে-অপরকে প্রশমিত করে দেয়, তখন সেই তার আকাশে ঝুলে থাকে, ছড়িয়ে যায় না। কিন্তু যখনই তারএই আব্যন্তরীণ পারমাণবিক চুল্লিটি থেমে যাবে, সেদিন একমুখী অভিকর্ষ বলে তারাটি সংকুচিত হতে শুরু করবে। এই সংকোচন সব তারার হবে না, কারণ সেই পরিমাম ভর থাকা জরুরি, যা সেই অসমী অভিকর্ষ বলের জন্ম দিতে পারে। তাহলে সেই অধরাকে কি ধরা যাবে না কোনওভাবে?

গত ১০ এপ্রিল, এতকালের অন্যতম এক ধোঁয়াশা ফুঁড়ে খবর হল, বিজ্ঞানীরা নাকি ব্ল্যাক হোল দেখতে পেয়েছেন। আমরা, আমাদের সৌরলোক যে ছায়াপথে রয়েছি, এই আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, দেখতে অনেকটা চরকির মতন। কেন্দ্রে চারপাশে দেখা গেল অভুতপূর্ব উজ্জ্বল আলো, যা ইভেন্ট হরাইজনের কাছে এলে প্রছমড গতিবেগের কারণে আলো বিকিরিত হতে থাকে, আগেই বলেছি। বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করলেন, এই ছায়াপথের কেন্দ্রে তাহলে একটি ব্ল্যাক হোল নিশ্চিত রয়েছে এবং সেই কৃষ্ণগহ্বর সূর্যের চেয়ে ৪০ লক্ষগুণ ভারী। কিন্তু ধন্দ কাটল অন্য জায়গায় একটা তারা কখনও এত ভরের হতেই পারে না। অর্থাৎ এই ব্ল্যাক হোল কোনও তারা থেকে উদ্ভুত নয়। এত ছোট জায়গা থেকে এতখানি উজ্জ্বল আলো উদ্‌গত হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে অন্য কোনও তারা। এর মানে, নিশ্চিত এর আশেপাশে কোনও ব্ল্যাক হোল রয়েছে, যা এমন বিপুল শক্তি সরবরাহ করছে। সেখান থেকেই আরেকটি ধারণা এল 'অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াই'। অর্থাৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এমন এক সক্রিয় ব্ল্যাক হোল রয়েছে। এমনই এক উজ্জ্বল সক্রিয় কেন্দ্রে খোঁজ করতে করতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, আকাশগঙ্গার আশেপাশের মধ্যে রয়েছে আরেকটি গ্যালাক্সি, যার নাম 'এম ৮৭'। 'এম শব্দটি এসেছে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেসিয়ের-এর নামে। তিনি আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে আকাশের অদ্ভুত কোনও দৃষ্য দেখলেই, তা ভেদ করার চেষ্টায় ছিলেন। মোট ১০১টি পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর। তার মধ্যে ৮৭ নম্বরটি হল এই 'মেসিয়ের ৮৭' বা 'এম ৮৭'। গত ২০-৩০ বছরে বিজ্ঞানীরা এর দিকে অবলোকন করে দেখলেন, যেন একটা জেট-এর মতো আলো যেন সেখানের বর্তুলাকারঅংশ থেকে বেরিয়ে আসছে। জানা গেল—ইভেন্ট হরাইজনের আগে এসে যে কোনও বস্তু—তারা, গ্যাস, কণা যা কিছু, প্লাজমায় রূপান্তরিত হয়, এবং সবরকমের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নির্গত হয়। সেসবের ঠিক সমকোণে অত্যন্ত তীব্র শক্তিসম্পন্ন কণাগুচ্ছ যেন বেরিয়ে আসতে থাকে, তাকে ঠিক রশ্মি বললে ভুল হবে, যেন তা ব্ল্যাক হোলের তীব্র অভিকর্ষজ চুম্বকীয় তরঙ্গকে স্মরণ করে টর্চ লাইটের মতো বিকিরত হচ্ছে, এই সেই রশ্মিসম। এবং 'এম ৮৭-এর ক্ষেত্রে সেটি যেন সমকোণে পৃথিবীর দিকে তাক করে আছে।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদি এই সমকৌণিক রশ্মিকে ধরে ওই চাকতি বা 'অ্যাক্রিশন ডিস্ক', ইভেন্ট হরাইজনের আগে যেখানে সব প্লাজমা স্টেট-এ পৌঁছে যায়, সেই অঞ্চল যদি দেখতে পাওয়া যায়, তবে তার কেন্দ্রে কালে আঞ্চলটিও দেখতে পাওয়া যাবে, যা হবে কৃষ্ণগহ্বরটির 'ইভেন্ট হরাইজন'।

এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরে ভেবে চলেছিলেন, কীভাবে সেই ছবি তোলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহ্বর বসে আছে, সেটি ততটা সক্রিয় নয়। ভেবে দেখুন সূর্যের চেয়ে এতখানি বৃহৎ হয়েও, তার সক্রিয়তা নিভে যাচ্ছে। তখনই তাঁরা 'এম ৮৭'-এর দিকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু হায় পৃথিবীতে এমন কোনও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দুরবিনই নেই, যা দিয়ে তার ইভেন্ট হরাইজনের কাছে অবধি চোখ পৌঁছে দিতে পারে। আকাশগঙ্গা থেকে তার দূরত্ব সাড়ে পাঁচ কোটি আলোকবর্ষ। সেকান অবধি, দূরবিন পৌঁছনো অকল্পনীয়। তখনই 'প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কারের জননী' হয়ে দেখা গেল, 'এম ৮৭-এর ইবেন্ট হরাইজনের কাছে প্লাজমা অঞ্চলে যেখানে বিভিন্নরকম তরঙ্গ উৎপন্ন হচ্ছে, সেখানে সবচেয়ে বেশি যে তরঙ্গটি বর্তমান তা হল—রেডিও তরঙ্গ। তখন উপায় তৈরি হল, সাধারণ দূরবিন নয়। রেডিও দূরবিন দিয়ে একে দেখা যায় কি না দেখা যাক। কিন্তু একইসঙ্গে এমন বৃহৎ রেডিও দূরবিন তৈরি সম্ভব নয়, যা সেই দৃশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। কারপরেই এল সেই তুখড় ভাবনা। অর্থাৎ 'ইভেন্ট হরাইজন প্রজেক্ট'। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে উন্নত মানের রেডিও দূরবিনকে তাক করে, তাঁরা যেন একসঙ্গে যোগ করলেন। এখানে যোগ করা মানে, তার দিয়ে যোগ করা নয়। প্রত্যেকটি দূরবিন থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলিকে এককাট্টা করে সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে জুড়ে নেওয়া। এতে তার রেজোলিুশন ক্ষমতা বেড়ে গেল। কতখানি বেড়ে যাওয়া? বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে আপেক্ষিকভাবে এমন একটি দূরবিন আসলে বানিয়েছিলেন, যা সাইজে একটি পৃথিবী নিজেই একটা দূরবিন হয়ে 'এম ৮৭'-এর কেন্দ্রে চোখ রাখছে। গত প্রায় ১০বছরের চেষ্টায় ২০০ জন বিজ্ঞানী শেষমেশ 'এম৮৭'-এর কেন্দ্রে যে ইভেন্ট হরাইজন রয়েছে, তার ছবি তুলতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সেই জায়গা কতটা ছোট, তা জানার পর আশ্চর্য হওয়া আরও বাড়বে। এসবক্ষেত্রে আয়তন কৌণিক দূরত্বের আশ্রয় নিতে হয়, যা ডিগ্রিতে মাপা হয়। এক ডিগ্রি মানে ৬০ মিনিট। এক ডিগ্রি মানে একটি পিনের ডগার থেকে একটুখানি বেশি বড়জোর, সেই এক ডিগ্রির ১১ কোটি ভাগের একভাগ আকাশে এই অঞ্চলটি প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশের গায়ে একটি বিন্দুর ভেতরও কোনও ছোট বিন্দুর ছবি তুলেছে এই একগুচ্ছ দূরবিন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেগুলি রয়েছে। একইসঙ্গে অবাক করে---এই কৃষ্ণাগহ্বরের ভর আপেক্ষিকভাবে মাপলে, সূর্যের চেয়ে ৫০০ কোটি গুণ। যা আকাশগঙ্গা চেয়েও অনেক অনেক বেশি। এসব অঙ্ক লুকিয়ে রয়েছে ওই দৃশ্যে, যা তুলেছে এই 'ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ'-গুলি। এদের মধ্যে দু'টি রয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মনাকিয়াতে জেমস ক্লাথ ম্যাক্সওয়েল টেলিস্কোপ এবং সাব-মিলিমিটার অ্যারে টেলিস্কোপ, মেক্সিকোতে লার্ড মিলিমিটার টেলিস্কোপ, অ্যাকিজোনাতে সাব-মিলিমিটার টেলিস্কোপ, স্পেনের সিয়েরা নেভদা অঞ্চলে ৩০ মিটার ব্যাসের একটি রেডিও দূরবিন, চিলিতে রয়েছে 'অ্যালমা' এবং 'অ্যাপেক্স' নামের দু'টি টেলিস্কোপ। এবং সর্বোপরি দক্ষিণ মেরুতে সাউথ পোল টেলিস্কোপ। এদের সমস্ত দেখা জুড়ে, সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে কনভার্ট করে তবে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, এক সত্যিই কৃষ্ণগহ্বরের ছবি বললে ভুল বলা হবে। মনে রাখতে, এই ইভিন্ট হরাইজনের কাছে স্থান-কাল বক্র হয়ে যায। অর্থাৎ আলোও বেঁকেচুরে যাচ্ছে। আসলে এতেও যতটা দেখছি, আসলে ইভেন্ট হরাইজনের ছায়াটাকে। যেন আলোর ছায়া দেখছি। আমরা ছবিতে এ-ও দেখছি, রিংয়ের একটা দিক বেশ উজ্জ্বল, অন্যদিকটা ঈষৎ ফিকে। আসলে এই আলো প্লাজমার দুরন্ত গতিতে ঘোরার কারণে তৈরি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় এখানে সময়ের নিরিখে দুই দিন। এবং এই চাকতি হেলে আছে বলে, আপেক্ষিকতাবাদের কারণে ঔজ্জ্বল্যের এই তারতম্য দেখা যাচ্ছে, যাকে 'রিলেটিভিস্টিক বিমিং' বলে।

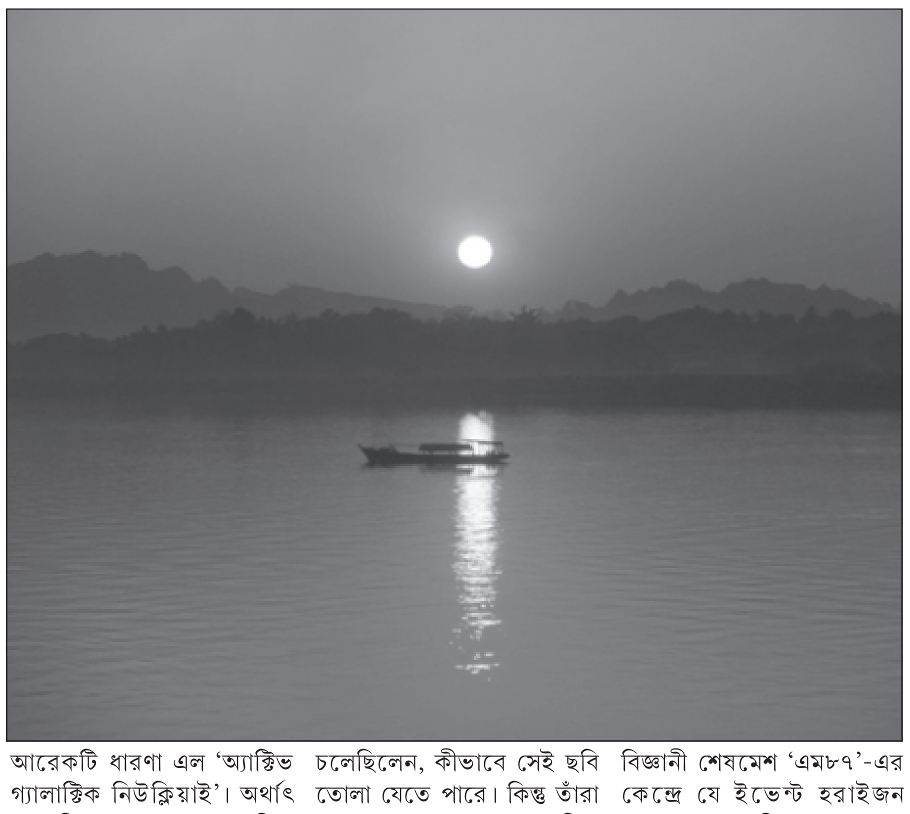

অনেকেই হয়তো ভাবছেন, বেশ বড় বড় ভাল ভাল ক্যামেরা দিয়ে এই ছাবিখানি তোলা হয়েছে। আসলে তা কিন্তু নয়। এই ছবি রেডিও দূরবিনে তোলা। রেডিও তরঙ্গে তোলা এই ছবি, যার তরঙ্গে দৈর্ঘ্য ১.৩ মিলিমিটার। সেকান তেকে সফ্‌টওয়্যারে তাকে দৃশ্যমান তরঙ্গে রূপান্তরিত করে তৈরি হয়েছে এই ছবিটি। বলা ভাল—এই দৃশ্য তার প্রতিচ্ছবি। ইভেন্ট হরাইজনের ছায়া দেখলাম আমরা।

অনেকে ভাবছেন 'এম ৮৭'-এর ইভেন্ট হরাইজন না হয় দেখলাম, কিন্তু আকাশগঙ্গার ইভেন্ট হরাইজন কবে দেখা যাবে? জানাই, সে ছবিয় তোলা হয়েছে, কিন্তু 'এম ৮৭'-এর মতো তা এতখানি চিত্তাকর্ষক নয় বলে আর দেখাননি বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এই তথ্য থেকে ওই ২০০ জন বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে ৬টি গবেষণাপত্র পেশ করে ফেলেছেন। ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে এই খোঁজ প্রশস্ত হবে, সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অবাক হওয়ার এটাই যে, এতদিন ব্ল্যাক হোল ছিল কল্পবিজ্ঞান, এবার তা বাস্তব বিজ্ঞানে পরিণত হল।

এবং তা এই মহাজগতের সৃষ্টিতত্ত্বের কোনও ব্যাখ্যা দেবে কি না, সেই রাস্তা যেন আরও চওড়া হল। আগামী বছর এবং সময়গুলো বিজ্ঞান জগতের কাছে আরও উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

নরকের দুয়ারে

আশীষ লাহিড়ী

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে আর চলবে না। আকাশের পাখি বোর ধরা দিয়েছে। এম -৮৭ নামাঙ্কিত একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে দানবাকৃতি এক কৃষ্ণগহ্বরকে ঘিরে থাকা 'ঘটনা দিগন্ত'র ছবি সত্যিই তোলা গেল। বিশ্বজুড়ে পাতা আটটি 'ঘটনা দিগন্ত দূরবীক্ষণ'-এর ফাঁদে ধরা দিল সেই বহু ইপ্সিত অধরা গহ্বর। আইনস্টানের সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণগহ্বর থাকারই কথা। কিন্তু সে তো কেবল তত্ত্বে। তার হাতে গরম ছবি এই এতদিনে তোলা সম্ভব হল। নেদারল্যান্ডসের এই ছবি তোলা প্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্ত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী হাইনো ফ্যাল্‌ক বলেছেন, 'দেশ আর কালের শেষপ্রান্তে নরকের দুয়ার দর্শন করেছি আমরা। এই যে ছবি আপনারা দেখছেন, এ হল এক অগ্নিবলয়, দেশ-কালের বিকৃতির ফলে যার সৃষ্টি'। আস্ত এক দানব একটি। ব্রহ্মাণ্ডে যত কৃষ্ণগহ্বর আছে, এটি তাদের মধ্যে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন'। হে সুন্দরী বীভৎসতা। মরার বয়স হলে অতি বিশাল তারকারা আপন অভিকর্ষের টানেই নিজের কেন্দ্রমুখে ধসে পড়ে। আর তখনই তৈরি হয় কৃষ্ণগহ্বর। বহু বছর ধরে সুব্রমনিয়ান চন্দ্রশেখর, রবার্ট ওপেনহাইমার, রজার পেনরোজ প্রমুখ বিজ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে অন্যতম সদ্য-প্রয়াত স্টিফেন হকিং এই কৃষ্ণগহ্বর আর ঘটনা দিগন্ত নিয়ে অনেক তত্ত্ব রচনা করেছেন। এইসব তাত্ত্বিক অনুমানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলল এতদিনে।

পদার্থবিজ্ঞানে ব্ল্যাক (কৃষ্ণ) কথাটার মানে হল, যা যাবতীয় তড়িৎচুম্বক বিকিরণের সবটুকু শোষণ করে নেয়, যা থেকে কোনও রশ্মিই আর বেরিয়ে আসতে পারে না। বিপরীতক্রমে, শ্বেত (হোয়াইট) কথাটার মানে হল, যা থেকে যাবতীয় তড়িৎচুম্বক রশ্মিই বেরিয়ে চলে আসে, কোনও কিছুই শোষিত হয়ে ভেতরে থেকে যায় না। এই সামান্য তত্ত্বটকু মাথায় রেখে দ্যাখা যাক, স্টিফেন হকিংয়ের কৃষ্ণতত্ত্ব কী বলে।

'কালের স্বল্পকালীন ইতিহাস' বইতে হকিং লিখেছিলেন, ছয়ের দশকের দুই সোভিয়েত বিজ্ঞানী লিফ্‌শুল্‌জ আর খালাওঁনিকভ-এর কাজ তাঁর কাছে মূল্যবান মনে হয়েছিল এই জন্য যে, তা থেকে বোঝা গিয়েছিল, আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যদি ঠিক হয়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এমন একটা অবস্থা সত্যিই থাকতে পারে, যা একমেবাদ্বিতীয়ম, যাকে পদার্থবিজ্ঞানের কোও নিয়মকানুন দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাবে না—তার নাম বিগ ব্যাং। কিন্তু তার পরেও একটা মূল প্রশ্নের উত্তর মেলেনি—সার্বিক আপেক্ষিকতা থেকে কী এমন পূর্বাভাস মেলে যে, ব্রহ্মাণ্ডে ওরকম একটা বিগ ব্যাং ঘটারই কথা, সময়ের একটা সূচনামুহূর্তে থাকারই কথা।

এর উত্তর এল এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার গবেষণা থেকে। ১৯৬৫ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ ও পদার্থবিদ রজার পেনরোজ সেই নতুন পথের উদ্‌গাতা। দু'টো ব্যাপারকে তিনি মেলালেন। তিনি দ্যাখালেন একটা তারা যদি নিজের অভিকর্ষের টানেই কেন্দ্রমুখে ধসে পড়ে, তাহলে তা এমন এক অঞ্চলে আটাকা পড়ে যাবে, যার পৃষ্ঠতল ছোট হতে হতে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। আর ওই অঞ্চলের পৃষ্ঠতল যদি শূন্য হয়ে যায়, তাহলে তার আয়তনও (ভলিউম) হয়ে যাবে শূন। তখন ওই তারার সমস্ত পদার্থ সংকুচিত হতে হতে ওই শূন্য আয়তনের অঞ্চলে আটকে পড়বে। এদিকে পদার্থের ঘনত্ব আর দেশকালের বক্রতা হয়ে উঠবে অসীম। সে এক অদ্ভুত দশা—শূন্য আয়তন, কিন্তু ঘনত্ব অসীম। ভাঁড়ে মা ভবানী, কিন্তু কত লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি কেউ জানে না। এরই নাম একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ অবস্থা। আর দেশ কালের যে অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ,তারই নাম 'ব্ল্যাক হোল'। ওইখানে বিজ্ঞানের নিয়মকানুন ভেঙে পড়ে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনওরকম পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আর থাকে না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করার এই ব্যর্থতা ওই কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে অবস্থিত কোনও পর্যবেক্ষককে প্রভাবিত করবে না। কারণ ওই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ঘেরাটোপ থেকে আলো কিংবা অন্য াকনও সংকেতই তো বাইরে বেরতে পারেবে না! এ যেন একধরনের সেন্সরশিপ, খবর আটকে দেওয়ার এক নিশ্ছদ্র পদ্ধতি। রজার পেনরোজ এই অদ্ভুত ঘটনাটার নাম দিয়েছিলেন 'কসমিক সেন্সরশিপ'। 'ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ অবস্থার সম্পূর্ণ নিরাবরণ দশা পরিহার করেন।' অর্থাৎ কিনা তারাটি অভিকর্ষের টানে কেন্দ্রমুখে ধসে পড়ার ফলে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ অবস্থার সৃষ্টি হল, তা সব জায়গায় ক্রিয়া করবে না, কোথাও কোথাও করবে। যেসব জায়গায় এগুলো ক্রিয়া করবে, তারই নাম 'কৃষ্ণগহ্বর'। আর সেখানে তাদের এই নগ্নতা শোভন এক পরিচ্ছদে ঢাকা থাকবে, যার নাম 'ঘটনা দিগন্ত' (ইভেন্ট হরাইজন)। নিখাদ বৈজ্ঞানিক ভাষায় এর নাম 'ক্ষীণ মহাজাগতিক সেন্সরশিপ' তত্ত্বপ্রস্তাব। এরই দৌলতে একেমেবাদ্বিতীয়ম্‌ দশায় ভবিষ্যদ্বণী করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার দরুন গহ্বরের ভেতরে যা ঘটে চলেছে, তার আঁচ কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে যারা রয়েছে, তাদের গায়ে লাগে না। তাদের জীবন সহজ-কঠিন দ্বন্দ্বে-ছন্দে যেমন চলছিল, তেমনই তলে।

হকিং বলছেন, এই ঘটনা দিগন্ত হল, টানটান ঝিল্লির মতো দেশ-কাল ঘিরে থাকা একটা সীমান্তচ্ছদ যা, একমুখী ভালভের মতো কাজ করে, যার মধ্যে দিয়ে ঢোকা যায়, কিন্তু যা থেকে বেরনো যায না। ঘটনা দিগন্তর সেই আচ্ছাদনীর মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে কোনও বস্তু কৃষ্ণবস্তুর মধ্যে পড়ে যেতে পারে,কিন্তু আচ্ছাদনী ফুঁড়ে সেকান থেকে বেরনোর সব রাস্তা বন্ধ। অনেকটা সেই অভিমান্যুর গল্পের মতো---ব্যূহের ভেতরে ঢোকার ফর্মুলা সে জানত, কিন্তু বেরনোর কায়দা জানত না। মার্কসের মতো হকিংও স্মরণ করেছেন নরকের প্রবেশদ্বার এসে দান্তের সেই অমর উক্তি---'হে প্রবেশকারী, জলাঞ্জলি দাও যত আশা।' যে বা যা ওই ঘটনা দিগন্তর সীমান্ত গলে কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে পড়ে যাবে, সে আচির পৌঁছে যাবে অসীম ঘনত্ব-অঞ্চলে আর সেখানেই সময়ের শেষ। এটাই সম্ভবত হাইনো ফ্যাল্‌ক-এর নরকের দুয়ার দর্শন জনিত উত্তেজনার কারণ। নরকের চিত্রকল্পটা বারবরই ঘুরে ফিরে আসে। ১৯৭৩ সালে হিকং মস্তো গিয়েছিলেন। সেখানে ইয়াকভ স্ট্যারোবিন্‌স্কি নামক দুই প্রসিদ্ধ সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে আলোচনা হল তাঁরা। এই দুই বিজ্ঞানী তাঁকে বোঝালেন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বর কিন্তু কণা তৈরি করতে এবং সেচা বিচ্ছুরণ করতে সক্ষম।;অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন। কৃষ্ণ কথাটার মানেই হচ্ছে, যা তেকে কোনও রশ্মি বা কণা নির্গত হয় না। অথচ ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বর সে-বিচ্ছুরণ ঘটাতে সমক্ষ। স্ববিরোধী শোনালেও যুক্তিটা কিন্তু হকিংয়ের মনে ধরল। দেশে ফিরে এ নিয়ে আরও গভীর স্তরের কাজ শুরু করলেন, তিনি। অবাক এবং বিরক্ত হয়ে দেখলেন, শুধু ঘুরন্ত নয়, সুস্থির কৃষ্ণগহ্বর থেকেও কণা নির্গত হয়। প্রথমে তাঁর মনে হল বোধহয় অঙ্কে ভুল হচ্ছে। কিন্তু দ্যাখা গেল অঙ্ক ঠিক আছে । তিনি দেখলেন আসলে কণাগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর থেকে বেরচ্ছে না, ওগুলো আসছে কৃষ্ণগহ্বরকে ঘিরে থাকা ঘটনা দিগন্তর অব্যবহিত বাইরে যে 'শূনও' দেশ আছে, সেখান থেকে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটি রেলস্টেশনে ৪৩ লক্ষ টাকার ১.৩ কেজি ওজনের সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত, ধৃত এক

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে রবিবার ফের বমাল ধরা পড়েছে এক সোনা পাচারকারী। ধৃতের হেফাজত থেকে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের এক কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের আটটি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপিএস।

রেলওয়ে থানা সূত্রের খবরে প্রকাশ, আজ সকাল সতটা ৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেসে এএসআই এসকে সিঙের নেতৃত্বে রুটিন তালাশি চালাচ্ছিলেন জিআরপিএস-এর জওয়ানরা। সে সময় ট্রেনের বি-৩ নম্বরের কামরায় ১১ নম্বর আসনের যাত্রী জনৈক মহম্মদ হরিশ মাহমুদ (৫১)-এর লটবহরে তালাশি চালিয়ে এক এক করে আটটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে অভিযানকারী জিআরপিএস-র এএসআই সিং ও তাঁর বাহিনী।

পরবর্তীতে ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদে সে তাকে কেরালার কানুর জেলার মাজেসবার থানা এলাকার কাছারকোডের বাসিন্দা বছর ৫১-এর মহম্মদ হরিশ মাহমুদ বলে পরিচয় দিয়েছে। তার রেলের টিকিটও ওই নামেই সংরক্ষিত ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদে মহম্মদ হরিশ জানিয়েছে, মূলত কেরালার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে মুম্বাইয়ের এসবিকেএ তেলিমোল্লা জেজে হাসপাতাল এলাকায় বসবাস করে। সোনাগুলি সে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতায় নির্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল সোনাগুলি ।জিআরপিএস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্তকৃত ৪৩ লক্ষ টাকার সোনার আটটি বিস্কুট-সহ ধৃত মহম্মদ হরিশ মাহমুদকে ইতিমধ্যে কাসটমস বিভাগের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকালও গুয়াহাটি রেল পুলিশ ১৫ কেজি গাঁজা-সহ জনৈক শিব কুমারকে গ্রেফতার করেছিল। রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে ধৃত শিব কুমারের মূল বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। গুয়াহাটির গোপন ডেরা থেকে গাঁজাগুলি সে সমস্তিপুরে নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৩ মার্চ গুয়াহাটি রেলস্টেশনে এক অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ছয়টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এগুলোর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দা জনৈক শেখ আমজাদ আলিকে গ্রেফতার করা হয়।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন ফণী

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১২ ঘন্টার মধ্যে সাইক্লোনিক ঝড় ''ফণী'' আছড়ে পড়তে পারে বঙ্গোপসাগরের ভারতীয় উপকূলে। রবিবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, সাইক্লোন ''ফণী'' পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে একটি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করতে চলেছে এবং আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওই ঘূর্ণিঝড় তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এরপর আগামী ১ মে উত্তর-পশ্চিমে স্থানান্তরিত হয়ে সাইক্লোন ''ফণী'' ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে পুনর্নির্মিত হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

সোমবার দেশজুড়ে হতে চলেছে চতুর্থ দফার সাধারণ নির্বাচন, এর মধ্যেই আসতে চলেছে ঘূর্ণিঝড়।

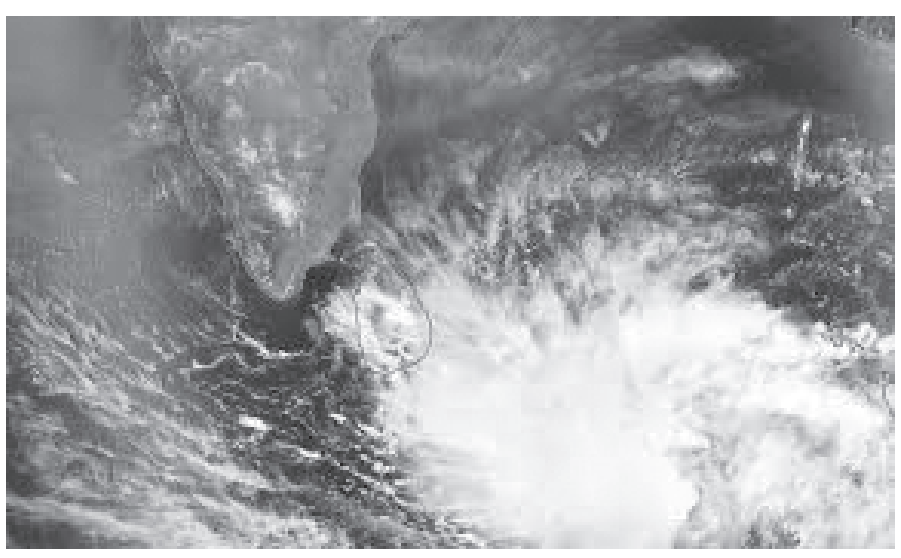

এদিন আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ভারতের বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ও ঝড়ের সময়ে পর্যটক এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি ''ফণী'' ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে।

ঘণ্টায় ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার বেগে এটি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের দিকে এগোচ্ছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর। রবিবারের মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড় কিছুটা সরে গিয়ে ভারতের ওড়িশায় এবং পরে আবার তা বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের দিকে এগোতে পারে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। এদিন ঝড়ের অভিমুখ স্পষ্ট হয় এবং বর্তমানে সাইক্লোনিক ঝড় ''ফণী''-র কেন্দ্র বঙ্গোপসাগর ও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ৫৩০ কিলোমিটার, চেন্নাইমলির (শ্রীলঙ্কা) ৭৪৫ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব, চেন্নাই (তামিলনাড়ু)-এর ১০৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মছিলিপটনমের ১২৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব (অন্ধ্রপ্রদেশ)-এ অবস্থান করছে।

বকেয়া টাকা না পাওয়ায় চিন্তিত টলিপাড়ার শিল্পীরা, একমাত্র ভরসা প্রসেনজিৎ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মাসের পর মাস টাকা পাননি বেশ কিছু ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা। এভাবেই দিনের পর দিন চলছে ধারাবাহিকের কাজ। রবিবার পর্যন্তও বকেয়া টাকা পাননি অভিনতা-অভিনেত্রীরা। তবুও তাঁদের বিশ্বাস আর্টিস্ট ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপর ।

১৫ এপ্রিল পার হয়ে গেলেও বকেয়া টাকা না পাওয়ায় আর্টিস্ট ফোরামের কাছে ২৩ এপ্রিল একটি মাস পিটিশন ফাইল করেন দাগ সি মিডিয়া-র বিভিন্ন ধারাবাহিকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এই পিটিশনের ভিত্তিতে আগামী ১ মে, আর্টিস্ট ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছেউ শিল্পীদের বকেয়া টাকা উদ্ধার, বিপদে-আপদে সাহায্য বা কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুবিধা-অসুবিধার দিকটি দেখে শিল্পীদের সংগঠন আর্টিস্ট ফোরাম। যেহেতু আর্টিস্ট ফোরাম সিনে ফেডারেশনের অন্তর্গত, তাই এই মিটিংয়ে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসও উপস্থিত থাকবেন, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। তবে ,এই সভায় কি আদোও পাওয়া যাবে সমাধান সূত্র ?এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী রূপা ভট্টাচার্য জানান, ‘এখনও পর্যন্ত সংগঠনের তরফ থেকে কোনও অফিসিয়াল কমিটমেন্ট আমাদের করা হয়নি। আমরা প্রচণ্ড বিপন্ন। আর্টিস্ট ফোরাম বরাবরই আর্টিস্টদের বাপারে যতবার লড়াই করেছে, জিতেছে। আমার ভরসা আছে বুম্বাদার উপরে। অরিন্দমদা, সপ্তর্ষিদা এবং বাকি সমস্ত যারা রয়েছেন বিভিন্ন পদে, সাথে রয়েছে এগজিকিউটিভ কমিটি, সাথে রয়েছে ফেডারেশন যারা ২৪টি গিল্ডের মাথার উপরে রয়েছেন। সবটা মিলিয়ে আমি বিশ্বাস করছি, আর্টিস্ট-টেকনিসিয়ানদের বকেয়া টাকা তারা উদ্ধার করে দেবেন। কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও অসৎ মানুষ এসে আমাদের টাকা মেরে দেবেন, আর সেখানে বুম্বাদার মতো মানুষেরা সেটা সহ্য করবেন, সেটা কখনই হয়নি, কোনও দিনও হবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পেমেন্ট উদ্ধার হবে, এটা আমার ভরসা, এটা আমার বিশ্বাস’।

গত বছরও এই একই কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছিল ধারাবাহিকগুলোর ফ্লোরে। শুধু ধারাবাহিকের কাজেই নয়, সেবার কোপ পড়েছিল বড়পর্দাতেও। তবে,এবার কোপ পড়েছে ‘খনার বচন’, ‘জয় বাবা লোকনাথ’ ‘আমি সিরাজের বেগম’, ‘মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য’র সেটেউ

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন এই কারণেই পাঁচদিন শ্যুটিং বন্ধ থাকে টেলিপাড়ায় এবং বেশ কিছু ধারাবাহিকের সম্প্রচারও বন্ধ হয়ে যায় উ শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে অচলাবস্থা কাটে। ওই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তার আগের মাসের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। হস্তান্তরের সময় মিটিংয়ে ঠিক করা হয়েছিল যে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বকেয়া মেটানো হবে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। আর ১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত যা বকেয়া রয়েছে, তা মেটানো হবে ১৫ মে-র মধ্যে। কিন্তু রবিবার, ২৮ এপ্রিল এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা পাননি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তবে তারা তাকিয়ে আছেন ১ মে, আর্টিস্ট ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধায়ের নির্দেশের উপর।

হাওড়া পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্তের দাবিতে সোচ্চার মুকুল রায়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স) : হাওড়া কোর্টে পুলিশি তান্ডবের প্রেক্ষিতে, রবিবার হাওড়া পুলিশ কমিশনার বিশাল গর্গকে বরখাস্ত করার দাবি তোলেন বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায়উ রবিবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে, সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।

এদিন হাওড়ায় আইনজীবী এবং পৌরকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন মুকুল রায়। এরসঙ্গেই এদিন আইনজীবিদের ওপর পুলিশি হামলা প্রসঙ্গেও সোচ্চার হন তিনি উ মুকুল রায় বলেন, ‘২০১৬ সালের নির্বাচনের সময়, হাওড়ার কমিশনার অফ পুলিশকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তার জায়গা থেকে সরানো হয়েছিল। আর নির্বাচনের কাজে বহাল যে পুলিশ অধিকারিকেকে একবার তার জায়গা থেকে সরানো হয়, তার কর্মজীবনে আর কোনওদিনও সে নির্বাচনের কাজে যুক্ত হতে পারে না উ এরপরেই এদিন মুকুল রায় দাবি তুলে বলেন,’আমরা চাই হাওড়ার কমিশনার অফ পুলিশকে বরখাস্ত করা হোক’।

গত ২৪ এপ্রিল, ঘটনার সূত্রপাত হয় বাইক পার্কিং নিয়ে উ ওই দিন হাওড়া কোর্টের বাইক পার্কিং এর জায়গায় হাওড়া পুরসভার গাড়ি অহেতুক এনে রাখা হয়। তাতে বাধা দিতে গেলেই আইনজীবীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে পুরসভার কর্মীদের বিরুদ্ধে উ এদিন ঘটনা সামাল দিতে উল্টে আইজীবীদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশবাহিনী উ বাদ যায়নি হাওড়া কোর্টের তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, কোর্টের অতিরিক্ত জেলা জজেরাও। ওইদিন কোর্টের মধ্যেই ছোঁড়া হয় টিয়ারগ্যাসউ এমনকি তোয়াক্কা করা হয়নি

ছয়ের পাতায়

রবিবারেও বাড়বে শহরের তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্বাভাস মতোই পারদ ক্রমশ ঊর্ধমুখীই হচ্ছে কলকাতার। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, ফেনী ঘূর্ণিঝড় কোনও প্রভাব ফেলবে না পশ্চিমবঙ্গে। উল্টে বাড়বে তাপমাত্রা। ধীরে ধীরে ৩৯ ডিগ্রির দিকে এগোচ্ছে শহরের পারদ। স্বাভাবিকের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দুপুরের দিকে যা প্রায় ৪৬ থেকে ৪৭ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। ক্রমে বেড়েছে শহরের পারদ। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ আর্দতা ৯০ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ।

শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ আর্দতা ৯০ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ।

মৃতদেহ সৎকার করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত ৫

কৃষ্ণনগর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মৃতদেহ সৎকার করে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার সকালে নবদ্বীপ থেকে মৃতদেহ দাহ করে ফিরছিল কৃষ্ণনগর কোতয়ালি থানার কানাইনগর গ্রামের এক পরিবার। সকাল পৌনে পাঁচটা নাগাদ কোতয়ালি থানার ভালুকা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালির লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়ি। শেষ খবর অনুযায়ী মত্যু হয়েছে ৫ জনের। আহত হন ১৫ জন। শ্মশানযাত্রীদের ওই গাড়িটি একেবার দুমড়ে গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গ্রামে। কানাইনগরের বাসিন্দা নীলকমল সরকারের মায়ের দেহ সৎকার কারার জন্য তাঁরা গিয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই দেহ সৎকার করতেই নবদ্বীপ যান দুর্ঘটনাগ্রস্থরা।

মরানে বাইক দুর্ঘটনা, হতাহত তিন

মরান (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক প্রাণ হারিয়েছেন বাইক আরোহী এক যুবক। নিহতকে মরান বামুনবাড়ির কাছমারি গ্রামের অস্থির সাঁওয়াচি (২৬) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনা রবিবার দুপুরে মরানের ডোমরদলং চা বাগান এলাকার চেপন-সোনারি সড়কে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে থেকে জানা গেছে, ওই সড়কে দুরন্ত গতিতে যাচ্ছিল এএস ০৬ কে ৫২৯৩ নম্বরের সুপার স্প্ল্যান্ডার মোটর বাইক। বাইকে ছিল তিন আরোহী। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা লাগোয়া চারা বাগানে ঢোকে গিয়ে দুমড়-মুচড়ে পড়ে তিন আরোহী নিয়ে বাইক। স্থানীয় মানুষ ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় ১০৮ পরিষেবার জরুরিকালীন গাড়ি।

ওই গাড়িতে তিন যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে অস্থির সাঁওয়াচিকে মৃত বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসরা। দুই আহতের চিকিৎসা শুরু করেন। আহতদের ডোমরদলং চা বাগানের অমিত মুণ্ডা এবং কামাণ্ডু তাঁতি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হয় পুলিশ। তাঁরা নিহত অস্থিরের ময়না তদন্ত করাতে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'টি কট্টরপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : চার্চ এবং হোটেলে আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু''টি কট্টরপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করল শ্রীলঙ্কা। এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মৈত্রিপালা সিরিসেনা। শনিবার রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।

ইস্টার সানডেটে কলম্বো ও তার পার্শবর্তী এলাকায় ভয়াবহ ধারাবাহিক আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস। যদিও এই হামলার ঘটনায় ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত (এনটিজে) এবং জামাথেই মিল্লাথু ইব্রাহিম-এর নামও সামনে এসেছে। কিন্তু স্বল্প পরিচিত এই দু''টি সংগঠনের বিরুদ্ধে এখনও তেমন কোনও প্রমাণ নেই পুলিশ প্রশাসনের হাতে। যার জেরে বর্তমান আইন অনুসারে তাদের নিষিদ্ধ করতে পারছিল না প্রশাসন।

এই পরিস্থিতিতে নিজের হাতে থাকা জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। এনটিজে এবং জামাথেই মিল্লাথু ইব্রাহিম-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে শনিবার প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার হোটেল-গির্জায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২৫০ প্রাণ হয়েছেন। আহত পাঁচ শতাধিকেরও বেশি। জঙ্গি সংগঠন আইএস এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী। এখনও পর্যন্ত শতাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

নাগাল্যান্ড সীমান্তে উদ্ধার বিস্ফোরক-সহ বহু আপত্তিজনক সামগ্রী, আটক দুই

নাজিরা (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী হালোয়াটিং গ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযানে সন্দেহভাজন দুই নাগা যুবক আটক হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী, নগদ টাকা-সহ একটি বিলাসী গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে অভিযানকারী যৌথবাহিনী।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মধ্যরাতে গেলেকি-হালোয়াটিং সড়কে সেনা-পুলিশের যৌথবাহিনী তালাশি অভিযান চালানোর সময় এএস ০৪ এম ০০২৩ নম্বরের একটি টাটা সাফারি গাড়ি আটক করে। গাড়িতে তালাশি চালিয়ে তা থেকে কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি খুকরি, ফিউজ তার, নগদ ৫২,৯৫২ টাকা, চারটি শেলোট্যাপ এবং দুটি মানিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি গাড়ি-সহ তার দুই আরোহী এইচ তিনাউ ফোম এবং এইচভি আয়ং ফোমকে পুলিশ আটক করেছে।

পুলিশি জেরায় ধৃত দুই নাগা যুবক নাকি তাদের স্বীকারোক্তিতে বলেছে, তারা উভয়ে ১৩ নম্বর আইআরবিএন-এ কর্মরত ছিল। তবে ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখনও বিস্তারিত কোনও তথ্য সংবাদ মাধ্যমের কাছে খোলসা করেনি।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোয় রাইফেল হানা ১৯ বছরের তরুণের : নিহত ১

ওয়াশিংটন, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : হিংসার ঘটনা যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গোটা বিশ্বজুড়ে। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ মসজিদ, প্যারিসের নোট্রে দাম গির্জা, শ্রীলঙ্কার একাধিক গির্জার পর এবারের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোয় একটি সাইনাগগে (ইহুদীদের ধর্মস্থান)। ধর্মীয় স্থানগুলিতে সন্ত্রাস যেন বেড়েই চলেছে। শনিবার স্থানীয় সময় সাড়ে এগারোটা (গ্রীনিচ মিন টাইম ৬:৩০ টা) নাগাদ সান দিয়েগোর পোওয়ে এলাকার চাবাদ সাইনাগগে জন আরনেস্ট নামে বছর ১৯-এর এক তরুণ রাইফেল নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এই হত্যালীলার নিহত হয়েছেন পোওয়ের এক বাসিন্দা এবং আহত হয়েছেন এক কিশোর সহ ২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, ঙ্র'আজকের দিনে পোওয়ের চাবাদে এই কাপুরুষোচিত ঘটনার নিন্দা জানাই। ইহুদি পরিবারগুলির প্রতি সববেদনা। ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। সন্দেহভাজনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করতে পারে এই অসামান্য কাজের জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ! সান দিয়েগোর শেরিফ গোর সাংবাদিকদের জানান, ঙ্র'এআর -১৫ টাইপ রাইফেল দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেগগে বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত হয়েছেন ১ জন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন এক কিশোর সহ ২ জন। ঘটনায় একটি রাইফেল নিয়ে এই হত্যালীলা চালানো হয়। পোওয়ের চাবাদ সাইনাগগে শনিবারের প্রার্থনা চলাকালীন জিউইশ প্রার্থনাসভায় আচমকাই ১৯ বছর বয়সী তরুণ জন আরনেস্ট তার এআর -১৫ টাইপ রাইফেল দিয়ে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে হত্যালীলা চালায় ।ঙ্র' ক্যালিফোর্নিয়ার এই ঘটনা জাতিবিদ্বেষের অন্যতম নাম বলে মনে করছেন সেখানের মেয়র। এদিকে, ঘটনার পরই আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে আততায়ীকে। এক জিউইশ প্রার্থনাসভায় এই আচমকা হানায় হতভম্ব হয়ে যান অনেকেই। যদিও ঘটনার পর ওই আততায়ী নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং আততায়ীর ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলিও নজরে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সান দিয়েগোর শেরিফ গোর।

কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাল শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স): রবিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল শিক্ষক ঐক্য মঞ্চ। শিক্ষকদের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সংগঠনের নেতা মহিদুল ইসলামকে গতকাল ডায়মন্ড হারবারে মারধর করে। এর প্রতিবাদে কমিশনের সামনে আজ বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের সদস্যরা। পুলিশের সঙ্গে তাদের রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়। সংগঠনের অভিযোগ, মহিলা পুলিশ ছাড়াই শিক্ষিকাদের উপর আক্রমণ করে হয়েছে।

গতকাল ডায়মন্ডহারবারের গুরুদাস নগরে প্রচারে যান বামফ্রন্টের প্রার্থী বাম জামানায় বিধানসভার স্পিকার হালিম সাহেবের পুত্র ফুয়াদ হালিম। সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হন ফুয়াদ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কমিশনের তরফ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দফতর।

ঘটনায় খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের অন্যতম নেতা মহিদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান। অভিযোগ, তিনিও আক্রমণের শিকার হন। তাঁকেও মারধর করা হয়। এমন কী তাঁর স্কুটারও ভাঙচুর করা হয়। পরে মহিদুলকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই ঘটনায় কোনও এফআইআর নিতে চায়নি ডায়মন্ডহারবার থানা।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেশপুরের নায়ক-নায়িকারা

অরুণোদয়

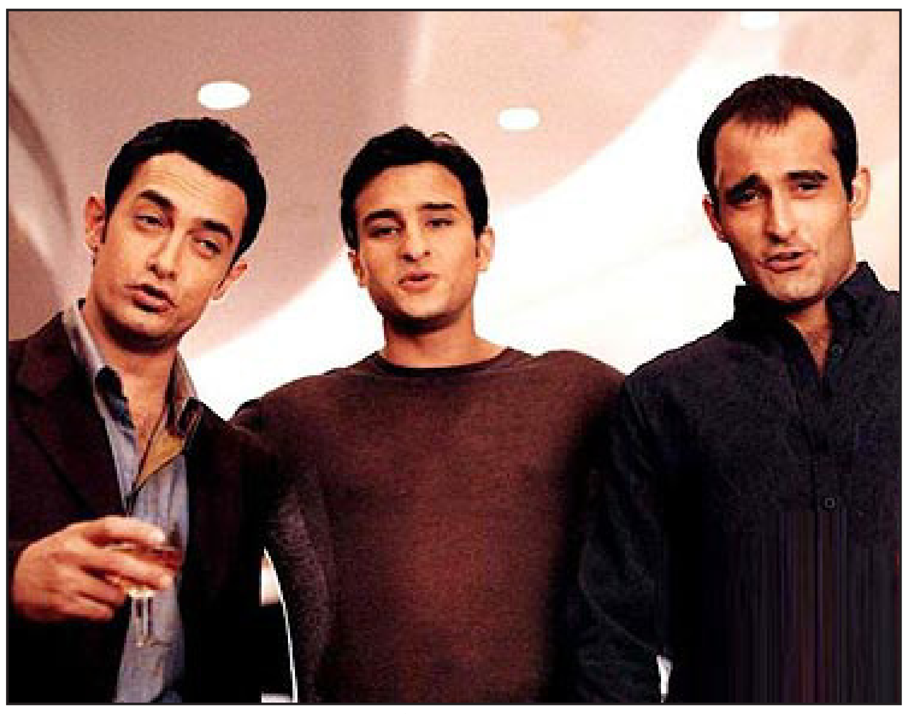

সহস্রাব্দের শুরু দিক। ২০০১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর। সদ্য উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট দিয়েছি। শিখেছি 'চ্যান্সেলর' আর 'উইলস ফ্লেক'-এর দাম খুচরোয় কত। উদাসীন দাড়ি গজাচ্ছে এদিক-সেদিক। হৃদয়ে বিপ্লব, বাতাসে প্রেম, বাথরুমে কাল্পনিক প্রতিবেশী। এরকম একটা সময়ে রিলিজ করল ছবিটা। 'দিল চাহ্তা হ্যায়।'

দেখুন, এমনিতেই আমি খান-সাম্রাজ্যের লোক। হঠাৎ অগোছালো অক্ষয়কুমার বা অজয় দেবগণের 'অ্যাক্সিডেন্টাল ফ্যান' বাদ দিলে সবাই খান-খান, তিন খানে বিভক্ত। (২০০-এর পর অবশ্যি আরেকটি 'ফ্যান'-গ্রুপ খুব শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছিল--- হৃতিক রোশন। যাকগে) কিন্তু চুলের ক্ষেত্রে খান-ফ্যানদের একটা সমস্যা ছিল। শাহরুখের মতো চুল নিয়ে জন্মাতে হয়। অবিশ্বাস্য চুল! সলমনের চুল তখন গ্রীষ্মের দুপুরের কংসাবতী, বেশ পাতলা। হঠাৎ আমির খানের ওই বিস্ময় খাড়া-খাড়া চুল আমাদের যেন নাড়া দিয়ে গেল। এমনিতেই আমরা 'প্রজন্ম' হিসেবে খুব বিস্মিত। যে বাবা মোবাইলের মুণ্ডুপাত না করে ঘুমোতে না, সে 'ইনকামিং ফ্রি' হয়ে যেতেই মোবাইলকে পাশবালিশ করে শোয়। যে-দাদা উচ্চমাধ্যমিকের আগে 'কেবল লাইন-কে গালাগালি না করে ভোরবেলা কালমেঘ খেত না, সে-ই পরে বাবাকে ভজিয়ে কেবল লাইন নিয়ে মাঝরাত্তিতে 'ম্যাঞ্চেস্টার, ম্যাঞ্চেস্টার' বলে চেঁচায় কেন, সবটাই আমাকে বিস্মিত করত। তাই ওই খাড়া চলু আমার অন্তরের দোসর হয়ে উঠল।

সেলুনে গেলাম।

সেলুনের মূল কারিগর গোপালকাকু।

আমার ছোটবেলা থেকে গোপালকাকুই আমার চুল কাটেন। সেই যখন চেয়ারের ওপর এক্সট্রা কাঠ দিতে হত, তখন থেকে। গোপালকাকুর মূল সমস্যা, তিনি একাই চুটকি সব্বাইকে বহুবার করে বলতেন। মানে, আমি যে অতি শৈশবে ওঁর সেলুনে রাখা ফিটকিরি আগ্রা থেকে আনা পেঠা ভ্রমে মুখে পুরে দিয়েচিলাম এবং তারপর তাতে লেগে থাকা নীলেশকাকুর কাঁচা পাকা দাড়ি গিলে সে আমার মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল, সেটা আমার বিয়েতে এসেও হেসে-হেসে সবাইকে শুনিয়েছেন এটাও জানাতে ভোলেননি যে, নীলেশকাকুর দাড়ি গিলে ফেলেছিলাম বলেই আমি আজ নায়ক হতে পেরেছি। কারণ, নীলেশকাকুর মেজে মসো 'ধন্যি মেয়ে'-তে ফুটবল সাপ্লাই করেছিলেন।

সেই গোপালকাকুর সামনে 'দিল চাহতা হ্যায়-র পেপার কাটিং রেখে দিয়ে বললাম 'এটা চাই।' সংক্ষিপ্ত 'ট্যু দ্য পয়েন্ট কমান্ড। সবাই তখনও চোঙা জিন্স পরছে, আমি 'দিল চাহ্তা হ্যায়-র আদলে ঢলা জিন্স পরা শুরু করেছি। আমাকে আপাদমস্তক দেখে এবং পেপার কাটিংটা 'টালি' করে গোপালকাকু বললেন--- 'ওকে'। প্রবল রেলা নিয়ে স্লোগ মো-তে সেলুনের চেয়ারে বসে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে গোঁফঅলা রবিটা ট্যান্ডন, নীল দাঁতঅলা করিশ্মা কাপুরের ছবি দেখতে লাগলাম। যাই হোক, এসব দেখতে দেখতে কখন যেন ঢুলে পড়েছি। স্বপ্ন এল, দেখলাম, একটা স্টেজে 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির নাট্য রূপান্তর যেন হচ্ছে। 'আমি' উপেন, 'গোপালদা' জমিদার। গোপালদা বলেছেন উপেন তোমার এই জমি লইব কিনে। 'আমার ভুই গেল, ভুই গেল বলে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। কিন্তু ততক্ষণে... সব শেষ। আয়নায় তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে গেলাম চুলের সংখ্যা বিদেশে বারতের টেস্ট জয়ের থেকেও কম; কোনওক্রমে আমি বললাম, এটা কী করলে কাকু? কাকু নিষ্পাপভাবে দিল চাহতা হ্যায়-র পেপার কাটিং-এ অক্ষয় খান্নার ছবিতে আঙুল দিয়ে বললেন, এর মতো কাটলাম। আমি হতচকিত, এটা র মানে কী? অক্ষয় খান্না তো টেকো! আমি যদি অমিতাভ বচ্চন আর টিনু আনন্দের মতো দাঁত করার চেষ্টা করবে? অক্ষয় খান্নার অভিনয়ের আমি খুব বড় ভক্ত। কিন্তু ওর মতো চুল নিয়ে জীবনের একটা ভরা বসন্ত কাটানো নিয়ে আমার একটা ক্ষোভ ছিল, আছে থাকবেও হয়তো। জীবন সেই প্রথম ও শেষবার। আর কখনও কোনও নায়কের মতো চুল করার চেষ্টা করিনি। কিন্তু নায়কের বা নায়িকার মতো চুল অনেক মজাব. ইতিহাসের জন্মও দেয় বটে। আমার এক জ্যাঠা, খুবই রাশভারী। নামটাও জটিল, থেকে থেকেই বলেন বিষ্ণু দে আর কমলকুমার মজুমদারের নাম। কিন্তু পাড়ায় তার নাম পঁচা। ডাকনাম যার যা খুশি হতে পারে, সেটা বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু বড় বুড়োরাই শুধু পচা বলে জ্যাঠাকে ডাকতেন। এমনিতে ওর ডাক নাম সিতু। একদিন জেঠিমা অ্যালবাম ওল্টাচ্ছেন। বিজয়ার পর গিয়েছি আমরা।, হঠাৎ জ্যাঠার একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি দেখে আমরা থমকে গেলাম। জ্যাটার ভাবভঙ্গি ও চুলের কাট কেমন যেন চেনা-চেনা! জেঠিকে চাপ দিতে বেরল লোমহর্ষক সত্য। জেঠু ছিলেন দেব আনন্দের ভক্ত। সকালবেলা চুলে তা দিয়ে শিঙারা কাট বানিয়ে, ছিপে দাদুর কেনা পার্শে বা ট্যাংরা লাগিয়ে জেঠিমাকে স্কুল যাওয়া ও ফেরার পথে ইমপ্রেসড করতে বেরিয়ে পড়তেন। কারণ, মূল গানটাতেই তাই আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার ফ্রিজ ছিল না। ফলে মাছটা পঞ্চচে যেত বিকেলের দিকে। জেঠু সেন্ট লাগিয়ে তার টের পেতেন না। বাকিরা পেত। পচা! হাসতে-হাসতে অ্যলবামের পাতা উল্টাতে গিয়ে দেখি, জেঠিমাও কম যান না। হেয়ার-কাট ফুল ওয়াহিদা রহমান, পিয়া তোসে নয়না লাগে রে। সাদা-কালো ছবিরা এরকমই কিছুই জানা, না জানা হেয়ার কাটের হদিশ দিয়ে যায়। হতাশা গ্রাস করার আগে বড়মামা উত্তমকুমারের আদলে ইউ কাট এ বিশ্বাসী ছিল। খুব তেতো হয়ে যাওয়ার আগে বাবা ভাবতই না--- বাবা পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি আর অমিতাভ ছ'ফুট দু' ইঞ্চি। মাঝখানে সিঁথি, চুলের পুরনো ছবি দেখে অন্তত তাই মনে হয়। ছোটকা নিজের বেকারত্ব মেনে নেওয়ার আগে অবধি কিন্তু চুলের দিক দিয়েই মিঠুনোচিতই ছিল।তেরে নাম রিলিজের পর সলমন খানের উলোঝুলো চুল খুব নাম করে। হঠাৎ করে আমার ভাই সহ আরও কিছু ছেলে তেরে নাম চুল রেখে ব্যাড বয় মার্কা মুখ করে ঘুরতে লাগল। হাবভাব এমন যে মারকুটে আমরাও কম নই, নেহাত মা রেগে যাবে তাই মারপিট করি না। এদের দেখলেই আমার কেমন যেন গা ছম ছম করত। ঠিক তেমনই কুছ কুছ হোতা হ্যায় পরবর্তী সময়ে কাজল-কাট চুলের মেয়েদের খুব দেখা যেত। এদের আবার একটা ড্রেস কোড ছিল। সাদা সালোয়ার ও লাল ওড়না। এরা অনেকেই খুব দুখি ছিল। গানের টিচারের সঙ্গে প্রেম, বাবা তানপুরা নিয়ে তাড়া করায় কেঁচিয়ে গিয়েছে। মুখে থাকত একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইন্টারভ্যাল এর পর বড় চুল রেখে সবাইকে চমকে দেবে! পৃথিবীটা ছোট হয়ে যাওয়ার পর ফিল্ম স্টারদের পাশাপাশি বাইরের জগতের অন্যান্য স্টাইল আইকন-এর সঙ্গেও আমাদের চেনাশোনা হল। অত্যাচার বাড়ল, সেলুন আর পার্লারের ওপর। ম্যাডোনা, টিনা, টার্নার, রিহানা-র মতো চুল এখন আকছার গড়িয়াহাটের মোড়ে বা শপিং মল-এর ফ্লোরেদেখতে পাওয়া যায়। বেকহ্যামের ফ্রি-কিকের মতোই জনপ্রিয় ছিল তার নিত্যনতুন হেয়ার কাট। আমি হাঁ করে গিলতাম। সত্যি বলতে, চুলের জগতে বেকহ্যাম-দম্পতি একটা বিপ্লব। শুধু ডেভিড নয়, ভিক্টোরিয়ারও নিত্যনতুন চুলোচুলির জন্য জগৎজোড়া নাম। চুলের কথা উঠলে ফারা ফরেস্ট এর কথা উঠবে না এটা হতেই পারে না। ফারা ফসেট অভিনেত্রী হিসেবে সাংঘাতিক কেউকেটা নন। যদিও বেশ ক'বার এমি অ্যাওয়ার্ড এবং গোল্ডেন গ্লোব-এর জন্য 'নমিনেটেড' হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যে কারণে তিনি অপরাজেয় তা হল তার হেয়ার স্টাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেন মহিলা নেই যিনি জীবনে অন্তত একবার ফারা ফসেটের হেয়ার স্টাইন নকল করার চেষ্টা করেনি। এমনকী ডায়ানা-র মতো স্টাইল আইকন ও প্রথম যৌবনে ফারা ফসেটের হেয়ার স্টাইল দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আমাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত লোকে অভিনয়ের জন্য মনে রাখবে না, চুলের জন্য রাখবে--- বেশ আক্ষেপের সুরেই বলেছিলেন তিনি।

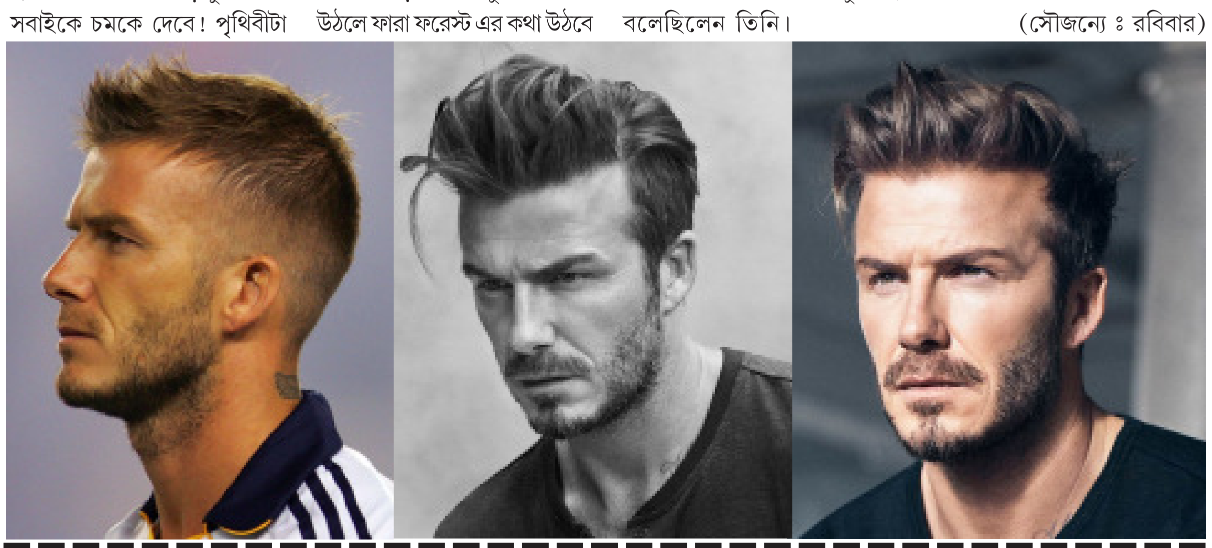

দেখুন, সেলিব্রেটির মৃত্যু আর যে কোনও মৃত্যুর মতোই দুঃখের। কিন্তু তা দুর্ভাগ্যজনক হয়ে দাঁড়ায় যখন সেলিব্রেটির মৃত্যু তার প্রাপ্য-প্রচার না পেয়ে হারিয়ে যায়। গোলমালটা বাঁধল তারিখে। অনেক দিন ধরেই অ্যানাল ক্যান্সারে ভুগছিলেন ফারা। মারা গেলেন ২০০৯-এর ২৫ জুন। কেউ মারা যায় সেদিন? মিডিয়া সময় দেবে কী করে? ওইদিন তো কোঁকড়া চুলের লোকটাও মারা গেলেন। আর তিনি চুলের থেকে অনেক বেশি কিছু একটা অধ্যায়। মাইকেল জ্যাকসন। কী আর করা যাবে? অনেকেরই কপাল চুলে ঢাকা থাকে!

(সৌজন্যে ঃ রবিবার)

সক্রেটিস ছিলেন আড্ডার আদি-পিতা

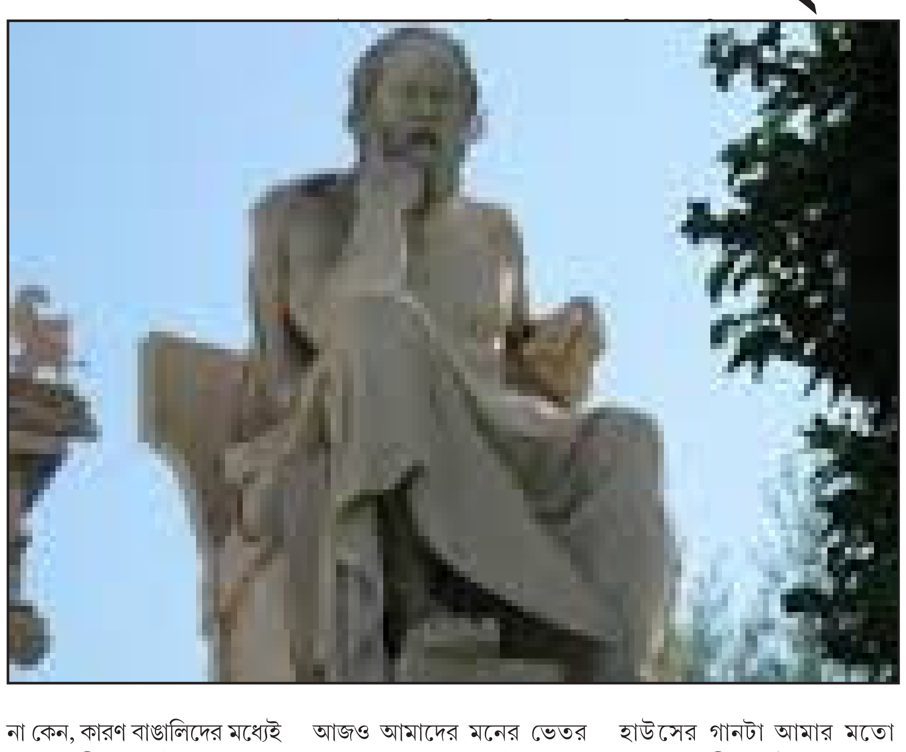

কালীপদ চক্রবর্তী

না কেন, কারণ বাঙালিদের মধ্যেই যে সৃজনশীলতা লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আড্ডা হল এমন একটি জায়গা যেখানে দর্শন, রাজনীতি থেকে শুরু করে খেলাধূলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সামাজিক কাজকর্ম সবকিছু নিয়েই আলোনা হয়। এককথায় সবকিছুই আলোচিত হয়। শিক্ষিত সুরসিক বাঙালি আড্ডা দেন না এমন কথা ভাবাই যায় না। আড্ডা যে সবসময় নিছক আড্ডা তা কিন্তু নয়। অধিকাংহ আড্ডাই সৃজনশীল চিন্তার উৎস। আমাদের শ্রদ্ধেয় মান্না দে-র বিখ্যাত গান— 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর আজও আমাদের মনের ভেতর নাড়া দেয়। পুরাতন স্মৃতিতে ডুবে যাই আমরা। কলকাতার কফি হাউস হল সৃষ্টিশীল মানুষের আড্ডার প্রাণকেন্দ্র। বিখ্যাত কবি, লেখক, চিত্রশিল্পীরা কফি হাউসে আগেও আড্ডা দিতেন, এবং আজও দেন। এই কফি হাউস নিয়ে কত মজার মজার গল্প আছে। আজ শিল্প ও সাহিত্য জগতে যারা মহীরুতে পরিণত হয়েছেন তাদের অনেককেই কফি হাউসে আমাদের সামনের টেবিলে বসে জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখেছি। সেসব সামনের টেবিলে বসে জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখেছি। সেসব হাউসের গানটা আমার মতো অনেকের জীবনকেই নাড়া দেয়। যখনই এই গানটি শুনি তখনই পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো চোখের সামনে এসে হাজির হয়। এখনও কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে জমিয়ে সেই আগের মতো আড্ডা দিতে ইচ্ছে করে। এমন একটা সময় ছিল যখন লেখক সমাজ ও সাহিত্য প্রিয় মানুষদের কাছে বইপড়া আর আড্ডা সমার্থক ছিল। আড্ডা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার এক নামকরা সাহিত্যিক বলেছিলেন--- আড্ডায় ভুল না হলেই অন্যায়। অন্য একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন— আড্ডায় শুধুমাত্র আলোচনাই হত না, তাতে তর্কও হত। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের নাম যেমন বিখ্যাত হয়ে আছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশের আড্ডার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনও খুব বিখ্যাত। ১৯৫২ সাল থেকেই বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন। মধুর ক্যান্টিনই ছিল তৎকালীন সৃজনশীল কবি শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী ছাত্রনেতাদের আড্ডার জায়গা। অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত, আন্দোলন সব এই মধুর ক্যান্টিনকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল। এককথায় বলা যায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও মধুর ক্যান্টিও ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার। বাঙালি যেখানেই আছে সেখানেই আড্ডার আসর বসবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালির আড্ডার আসর বসে। বহু সৃজনশীল আড্ডা আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। এটি একটি ভালো লক্ষণ বলা যেতে পারে। অতীতে এই আড্ডা থেকেই বড় বড় শিল্পীর জন্ম হয়েছে। বিদেশ বা বর্হিবঙ্গেও যেখানে বাঙালিরা আছেন সেখানেও রবিবার বা ছুটির দিনগুলিতে বসে আড্ডার আসর বা শিল্প, সাহিত্যের আসর। কলকাতায় বা গ্রামে-গঞ্জে যে রকে মসে আড্ডা দেখা যায় তার তাৎপর্যও কিন্তু কম নয়। এই আড্ডায় বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। কখনও কখনও যুক্তি তর্কের ঝড় উঠলেও বহু জ্ঞান, বিজ্ঞানের তথ্যও বেরিয়ে আসে এই আড্ডা থেকে। জন্ম হয় নব নব কিশলয়ের। অনেক সময় সাধারণ জ্ঞানের বই ঘেঁটেও যা পাওয়া যায় না তা সহজেই জানা যায় এইসব আড্ডা থেকে। জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ে। তবে মনে রাখতে হবে আড্ডা হতে হবে সৃজনশীল এবং সঠিকপথে পরিচালিত। উদ্দেশ্য মহৎ হতে হবে। কবি গালিবের আড্ডার কথা অনেকেরই জানা আছে। গালিব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াকে মনে করতেন আত্মার খোরাক। কবি ও ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে গালিব ও সভাকবিসহ যে আড্ডা জমত তা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আড্ডা বসত তার বাড়িতে। শান্তিনিকেতনে। কবি, লেখক ভক্তদের নিয়ে নিয়মিত আড্ডা দিতেন। কবি নজরুল আড্ডা দিতেন ঘুরে ঘুরে। একেকদিন একেক জায়গায়। কবি সুকুমার রায়ের মনডা ক্লাব, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা বা তার আগের সংগীত সমাজ থেকে তাদের আড্ডার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বিচিত্রায় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। অনেকেই হয়তো বলে বাঙালিরা আড্ডাপ্রবণ জাতি। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, পৃথিবীর আরও অনেক জাতি আছে যারা নিয়মিত আড্ডা দেয়, যেমন গ্রিক জাতি। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে মহাজ্ঞানী সক্রেটিস তার শিষ্যদের নিয়ে কোনও এক জলপাই গাছের নিচে আড্ডা দিতেন। মনে করা হয় সক্রেটিস ছিলেন আড্ডার আদি-পিতা। তার আড্ডায় জন্ম হয়েছিল লেখক ও দার্শনিক প্লেটোর। প্লেটো, দিতো এবং উৎসাহী যুবকেরা এসব আড্ডায় শামিল হতো। তর্ক করত। ন্যায় কী, পবিত্রতা কাকে বলে, জ্ঞান কী মানুষের মূল কাজ কী হওয়া উচিত, ঈশ্বরের ধারণা কতটা সত্যি, দেবতারা সবাই পবিত্র? এসব নানা ষিয় নিয়ে চলত আড্ডা। পরে প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল, অ্যারিস্টটলের শিষ্য দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার পর্যন্ত এই আড্ডায় প্রবল ছিলেন। জেলের মধ্যে আড্ডা দিতে দিতেই হেমলকের বিষয়ে সক্রেটিসের শরীর পাথর হয়ে যায়। গ্রিকদের আড্ডা কিন্তু এখনও থেমে নেই। গ্রিসের কবি ও সাহিত্যিকরা এখনও আড্ডা দেন বিভিন্ন ক্যাফেতে। মিশরের নাগিব মাহফুজ তো আড্ডা দেওয়ার জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত ক্যাফেতেআড্ডা দিতেন এবং সেটি এখন ক্যাফের মালিক সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এছাড়াও লেখক গ্যাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজ-এর নাম করা যেতে প্যারে। তিনিও একজন নামকরা আড্ডাবাজ। তিনি নিয়মিত কলম্বিয়াতে একটি নির্দিষ্ট হোস্টেলে তার পুরনো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিতেন। আমাদের এই বিশ্বের বিখ্যাত তাত্ত্বিক লেখক বলে খ্যাত সের্গেই সুইস বোরহেস অন্ধ হওয়ার পরও পায়ে হেঁটে আড্ডা দিতে যেনে নির্দিষ্ট ক্যাফেতে। লন্ডনের সাহিত্যিক

বসওয়েল কফি হাউসে আড্ডা দিতেন। কবি মার্লামে এবং জা ঝেঁনে এবং জাঁ পল সাঁর্ত্রে আড্ডা দিয়ে গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরার এই নির্জনতা তাদের দিয়েছে অনেক ামর পঙক্তি। ফরাসি বিখ্যাত লেখিকা ফ্রাঁসোয়া সাগা-র বাড়ির ছাদে প্রতিদিন ফরাসি কবি, সাহিত্যিকের আড্ডা জমত। প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরা আসতেন মাঝে মাঝে সেই আড্ডায়। আড্ডার কথা বলতে গিয়ে রুশ কবিদের আড্ডার কথা না বললে অন্যায় করা হবে। রবিস পাস্তারনাকে, ম্যাকিসম গোর্কি, ইভান বুনিন, আন্না আখমোতোভা, , ইয়েভগানি ইয়েভতোশাঙ্কি প্রমুখ বরণ্যে লেখক কবিদের আড্ডা বিশ্ববিশ্রুত। আড্ডার কথা ভাবতে ভাবতে অনেকের মনই হয়তো নস্টালজিক হয়ে উঠবে। এই আড্ডার মধ্যে থেকেই মাঝে মাঝে নতুন চাঁদের মতো উঁকি দেয় দু'একজন কবি বা লেখক। এসব আড্ডার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে আবুল ফজলের বিখ্যাত লেখা মৃতের আত্মহত্যা ইত্যাদি। এই আড্ডা শেষ হওয়ার নয়। আড্ডা চলছে ও চলবে। বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে, বাঙালিদের সৃজনশীল আড্ডাও ততদিন বেঁচে থাকবে।

(সৌজন্যে ঃ সাঃ বঃ)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব কুকীর্তির কথা আরএসএস জানে : জিষ্ণু বসু

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব কুকীর্তির কথা আরএসএস জানে । তাই সমস্ত নির্বাচনী সভায় আরএসএসকে টার্গেট করছেন তিনি। রবিবার হিন্দুস্থান সমাচারকে একথা জানান পশ্চিমবঙ্গ আরএসএসের প্রান্ত কার্যবাহ জিষ্ণু বসু । তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরে ওনার সরকারই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হিন্দু বিরোধী সরকার । হিন্দুদের এত ক্ষতি অন্য কোনও রাজ্য সরকার করেনি । খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ বলুন, কালিয়াচকের দাঙ্গা বলুন, আর এখানকার হিন্দুদের খুন করাই বলুন, এত ক্ষতি অন্য কেউ করেন নি' ।

তিনি আরও বলেন, 'এই সব কিছুর প্রতিবাদ আরএসএস করেছে । আর আরএসএসের সঙ্গে যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন আছে তারা করেছে । তার জন্য ওর যখনই মনে হয়েছে কী পাপ এত বছরে আমি করেছি , তখনই আরএসএসের কথা মনে পড়ে যায় ওনার । মানুষ দেখেছে, যে লোকটা খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ দেখেছে, দেখছে আইডি কারখানাটা একটা পার্টি অফিসের ওপরে ছিল । যে লোকটা কালিয়াচকের দাঙ্গা দেখেছে,তারা কি ভুলে যাবে কালিয়াচকের দাঙ্গাটা করা করল । বসিরহাটের দাঙ্গা যে দেখেছে সে ভুলে যাবে বসিরহাটের দাঙ্গার সময় কার্তিক ঘোষ বিজেপির এত দিনকার পুরনো কর্মী তাঁর বডিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, এগুলো লোকে ভুলে যাবে । তখন কাঁধে কাঁধ দিয়ে মানুষের সঙ্গে ছিল আরএসএস । তাই উনি জানেন যে ওদের পাপের কাহিনী সবটাই আরএসএসের কাছেই আছে' ।

জিষ্ণু বসু বলেন, 'বামপন্থীরা কী বলেছিলেন খাগড়াগড়ের পরে সারদার টাকা বাংলাদেশের জেহাদীদের জন্য যাচ্ছিল । একমাত্র আরএসএস বলেছিল । আমরাই প্রতিবাদ করেছি । মানুষ এখন ওনাকে বুঝে গেছে । তাই আরএসএসের ওপর ওনার রাগ । তাই বারবার আক্রমণ করছেন আরএসএসকেই' ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রত্যেক দলের নেতা নেত্রীরা বিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে টার্গেট করেন । কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরএসএসকেই প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছেন । অথচ আরএসএস কোনও রাজনৈতিক দল নয় । ভোটে লড়াই করে না । আরএসএস একটি সামাজিক সংগঠন, তাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । এখানে বলা যায়, গত শুক্রবার আসানসোলের রানীগঞ্জে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে মমতা বলেন, 'হিন্দু মুসলিমরা নন, রাজ্যে অশান্তি ছড়ায় আরএসএস'। এরই পাল্টা দক্ষিণবঙ্গ আরএসএসের পক্ষে বলা হয়, 'যে দলে অশান্তি ছড়ানোর লোক রয়েছে, যারা দিনরাত হুমকি দিচ্ছে, তারা সাধু আর অশান্তি ছড়াচ্ছে আরএসএস ? প্রায় ১০ বছরে মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির একটাও পূরণ না হওয়াতেই মমতা বুঝতে পেরেছেন মানুষ ওঁর সঙ্গে নেই, তাই ভয়ে এসব বলছেন'।

বিজেপির বিরুদ্ধে ভিসা আইন ভাঙ্গার অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে এবার বিদেশীকে দিয়ে প্রচার করানোর অভিযোগ আনল তৃণমূল। এর আগে বাংলাদেশি অভিনেতা ফিরদৌস ও গাজি নুর তৃণমূলের প্রচারে অংশগ্রহণ করায়, কমিশনে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। সেই ঘটনায় তৎতণাৎ ফিরদৌস ও গাজি নুরকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এবার দ্যা গ্রেট খালিকে নিয়ে প্রচার করায়, বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

দ্যা গ্রেট খালিকে নিয়ে রোড শো করে মনোনয়ন জমা দিতে যান যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরা। প্রাক্তন ডাবলু ডাবলু এফ চ্যাম্পিয়নকে দেখার জন্য রাস্তায় উপছে পড়ে ভিড়। রোড শো-তে বিজেপির হয়ে প্রচার করতে দেখা যায় দ্যা গ্রেট খালিকে। দুর্নীতিগ্রস্তদের ছুঁড়ে ফেলার হুমকি দেন খালি।

এখন তৃণমূলের অভিযোগ, খালির আমেরিকার নাগরিকত্ব আছে। একজন মার্কিন নাগরিক হয়ে দ্যা গ্রেট খালি কী করে বিজেপি প্রচারে অংশগ্রহণ করল ? এই মর্মেই কমিশনকে আইনি চিঠি দিয়েছে তৃণমূল। একই অভিযোগে নালিশ জানিয়েছে কংগ্রেসও।

ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও ২০১৪-র ২০ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজটনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন দ্যা গ্রেট খালি। তৃণমূল কংগ্রেস চিঠিতে লিখেছে, 'খালির আসল নাম দলীপ সিং রানা। তিনি অ্যামেরিকার নাগরিক। ভারতীয় ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য কোনও বিদেশিকে অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়। রানার সেলিব্রিটি ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভারতীয় ভোটারদের বিভ্রান্ত করছে'।

এর আগে, বাংলাদেশি অভিনেতা ফিরদৌসের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের হয়ে প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল। দমদমের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের প্রচারে রোড শো করেছিলেন আর এক বাংলাদেশি অভিনেতা গাজি আবদুন নুর। তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানায় বিজেপি। তাদের দাবি ছিল, ভিসা আইন ভেঙেছেন দুই বাংলাদেশি অভিনেতা। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও বিদেশি অংশ নিতে পারেন না। পরে দুই অভিনেতারই ভিসা বাতিল করে অবিলম্বে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যে প্রচারে খোদ নরেন্দ্র মোদীও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। তারপর সেই একই ভিসা আইন ভাঙার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধেও।

প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলকে হুশিয়ারী বিকাশরঞ্জনের

কলকাতা, ২৮ (হি.স) : ভোট প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে চরম হুশিয়ারী দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিআই(এম) প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, তৃণমূল নিজেদের হারের কথা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছে উ তাই মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে উ এরপরেই তৃণমূলের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী দিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল যদি সাধারণ মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেয়, তাবে উত্তর পাল্টা মারের মধ্যে দিয়েই তারা পাবে ।

রবিবার দক্ষিণ গড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকা ও বারুইপুরের কালিকাপুর রেল ষ্টেশনের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রচারে বেরন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য উ এদিন প্রচারে বেরিয়ে অন্যান্য বিরোধী দলগুলো প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি উ এদিন বিরোধী দলগুলোকে কটাক্ষ করে বিকাশরঞ্জন বলেন, বিজেপি ও তৃণমূল-কংগ্রেস ক্রমশ দানায় পরিণত হচ্ছে। বামেরা আছে মানুষের হৃদয়ে উ এদিন কার্যত বিজেপি ও তৃণমূলের পক্ষ থেকে মিহিদানা ও নকুলদানা বিলি করার প্রসঙ্গেই, কটাক্ষ করে একথা বলেন বিকাশরঞ্জন।

বিকাশরঞ্জন আরও বলেন, তৃণমূল-কংগ্রেস ও বিজেপি এই দুটি দলই দুর্নীতিগ্রস্ত। এদের কাজই সেই পরিচয় দিয়েছে গত কয়েক বছরে উ এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতেই দরকার বামেদের ভোট দেওয়া, বলেই এদিন সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান কলকাতার প্রাক্তন মেয়র।

এপিডিসিএল-এর পরীক্ষা : হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রশ্নপত্র, নগাঁওয়ে আটক ইনভিজিলেটর

নগাঁও (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)-এর তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গ (থার্ড ও ফোর্থ গ্রেড প্রার্থী)-এর পদপ্রার্থীর পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন একাংশ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঘুরে বেড়াচ্ছে এপিডিসিএল-এর প্রশ্নপত্র। এ ব্যাপারে জনৈক যুবতী ফটো-সহ তাঁর ফেসবুক পেজে বিষয়টি পোস্ট করলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে আজ সংশ্লিষ্ট বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গের পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে, নগাঁওয়ে বেঙ্গলি গার্লস হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুষ্ঠিত বাছাই পরীক্ষায় নকল পাচারের অভিযোগে জনৈক ইনভিজিলেটরকে পুলিশ আটক

ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে জিএনআরসি কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনী পর্যালোচনা : ভোটের আবহে তপ্ত কেশব ভারতী-শ্রীচৈতন্য-মুর্শিদকুলি-আলিবর্দি খানের স্মৃতিমাখা কেন্দ্র

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : ভাগীরথী ও অজয় নদের তীরবর্তী প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান কাটোয়া। ৯১৬ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেন। নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাই কাটোয়ার আকাশছোঁয়া মাহাত্ম্য বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবে। তাঁর সেই দীক্ষাস্থলের নাম গৌরাঙ্গবাড়ি।

মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় এই শহরকে তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রবেশপথ বলে মানা হতো। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খান, তাঁর রাজত্বকালে (১১২৩-১১৩৩ বঙ্গাব্দ) প্রথম কাটোয়াতে একটি চৌকি তৈরি করেন। আর এক নবাব আলীবর্দী খানের আমলে (রাজত্বকাল: ১১৪৭ --- ১১৬২ বঙ্গাব্দ) নাগপুরের মারাঠা রাজা প্রথম রঘুজী ভোঁসলের মারাঠা সৈন্যরা (বর্গী) এ অঞ্চলে লুটপাট শুরু করে। তারা কাটোয়ায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল। মারাঠা ''বর্গী''দের প্রধান ভাস্কর পণ্ডিত এখানে দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। ১৭৪২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি যখন কাটোয়ায় দুর্গাপুজা করছিলেন, নবাব আলীবর্দী খান কাটোয়ার এক মাইল উত্তরে উদ্ধারনপুরের কাছে গঙ্গা পার হয়ে অকস্মাৎ হামলা করেন। যুদ্ধে মারাঠা দস্যুদের পরাজয় হয়।

ভোট প্রায় শুরুর মুখে এই প্রতিবেদককে কাটোয়ার ঐতিহ্যের নানা কথা শোনাচ্ছিলেন বারুইপাড়ার বাসিন্দা পুলক কুমার মন্ডল। চার দশক ধরে খুব কাছ থেকে দেখছেন এলাকার পুরাতাত্বিক নানা ঐতিহ্য। কীভাবে দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর কাছ থেকে নিমাই তাঁর নতুন জীবন লাভ করেন, কীভাবে একের পর এক কৃষ্ণমন্দির তৈরি হয় গোটা নগরীতে, ওদিকে কীভাবে কালনায় গড়ে উঠেছিল গোটা দেশের একমাত্র বৃত্তাকার ১০৮ শিবমন্দির, বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতাপচাঁদকে ঘিরে কাহিনী, কালনা রাজবাড়ি চত্বরে প্রতাপেশ্বর মন্দির, সেটির গায়ে ১১ রকমের বিরলতম ভিন্ন ধরণের শিল্প সব মিলিয়ে সত্যি যেন রূপকথার একটা জগৎ। পুলকবাবু বলেন, "এই সব ঐতিহ্যর অনেকটা সংরক্ষণ করছে এএসআই। বার বার চেয়েছি সুচারু পরিকল্পনা ও প্রচারের মাধ্যমে যদি পূর্ব বর্ধমানকে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা দেওয়া যায়, উপকৃত হবে স্থানীয় সংস্কৃতি। যিনি সাংসদ হবেন, তিনি কি পারেন না এ ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা নিতে?"

পূর্ব বর্ধমানের ঐতিহ্যের ডালি এ যেন অফুরান। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রঘুজী ভোঁসলের সেনাবাহিনী বঙ্গের ওপরে হামলা করে। কাটোয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে নবাব আলীবর্দী খান আবার তাদের হারায়। মারাঠারা এর পর বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন পলাশীর যুদ্ধে যাওয়ার পথে, কাটোয়াতে সর্বশেষ নবাবী গ্যারিসনকে পরাজিত করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভেরইংরেজি সৈন্যবাহিনী। তার দুই দিন পরে, কাটোয়াতেই রবার্ট ক্লাইভ এবং তার সেনাপতি একটি পরামর্শসভায় হুগলি নদী পার হয়ে পলাশী অভিমুখী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৬৩-এর ১৯ জুলাই কাটোয়ার তৃতীয় যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যরা মীর কাসেমকে হারিয়ে দেয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এবং বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরির পুত্র উইলিয়াম কেরি জুনিয়রের মতো ধর্মপ্রচারকদের উৎসাহে, কাটোয়া একটি শহুরে এলাকায় পরিণত হয়।

ঐতিহ্যের চাদরে মোড়া এ রকম একটা অঞ্চলকে ঘিরে সোমবার ভোট হতে চলেছে পূর্ব বর্ধমানে। সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর ২০০৯ সালে নতুন লোকসভা কেন্দ্র হয় পূর্ব বর্ধমান। এটি রায়না, জামালপুর, কালনা এই তিনটি তফশিলী কেন্দ্র ছাড়াও মেমারি, পূর্বস্থলী (দক্ষিণ), পূর্বস্থলী (উত্তর) এবং কাটোয়া এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেন ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৭৩ জন, অর্থাৎ মোট ভোটদাতার ৮৭.২১ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থী পান ৪৭.৩১ শতাংশ ভোট। তৃণমূলের ঝুলিতে পড়ে ৪২.০২ শতাংশ। বিজেপি প্রার্থী পান ৬.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-তে সিপিএমের গড়ে ফাটল ধরিয়ে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী। তবে, ২০০৯-এর নির্বাচনে প্রাপ্ত শতাংশ দু'দলেরই কমে। বাড়ে বিজেপি-র ভোট। ২০১৪-তে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে ভোট দেন ১৩ লক্ষ ২০ হাজার ৯২২ জন, অর্থাৎ মোট ভোটদাতার ৮৬.২১ শতাংশ। তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেস এই চার দলের প্রাপ্ত শতাংশ হয় যথাক্রমে ৪৩.৫০, ৩৪.৮৩, ১২.৯৩ এবং ৫.২১।

পূর্বস্থলীর জাহাননগরে আদি বাড়ি, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্ধমান প্রেস ক্লাবের এক কর্তা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ঙ্র'গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের সুনীল কুমার মন্ডল এই কেন্দ্রে জেতেন মাত্র ৪০ হাজার ব্যবধানে। এবার ভোটে তিনিই তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। তবে, ছবিটা একটু অন্যরকম। পূর্বস্থলীতে বিধায়ক সিপিএমের। জামালপুরে সিপিএম সমর্থিত মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের। রায়নায় সামান্য ভোটের ব্যবধানে বিধানসভা ভোটে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এবারের লোকসভা ভোটে এই তিন কেন্দ্রে তৃণমূলকে জিততে বেশ বেগ পেতে হবে।

প্রায় একই সুর জেলার এক সুপরিচিত বাসিন্দা হরনাথ ভৌমিকের। পরিস্থিতি ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঙ্র'সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বর চন্দ্র দাস অনেকটা পিছিয়ে। এবার বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক পরেশ চন্দ্র দাস। তিনি এই কেন্দ্রেরই আদি বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের ঘনিষ্ঠ। তৃণমূলের সুনীল মন্ডলের হয়ে রোড শো করাতে দেব, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রানী হালদারের মত তারকাদের আনা হয়েছে। ভিড় হয়েছে ঠিকই। কিন্তু অনেকেই ভাবছেন, ২০১১-র পুনরাবৃত্তি না হয়?ঙ্র' কী হয়েছিল '১১-তে? হরনাথবাবুর কথায়, ঙ্র'সে বার বিধানসভা ভোটের আগে নিরুপম সেনের পদযাত্রায় লোক ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা গেল লজ্জাকরভাবে হেরে গিয়েছেন তিনি।

ভিন্ন মত পুলক মন্ডলের। তাঁর কথায়, "গ্রামেগঞ্জে ভোটে সংগঠনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। সে দিক থেকে এগিয়ে তৃণমূল। বিজেপি অনেকটা উঠে এসেছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ছুঁয়েও ফেলবে রাজ্যের শাসক দলকে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি। এই কেন্দ্রে শেষ হাসি তৃণমূলই হাসবে।"

পাঁচ বছর পর এক ফ্রেমে প্রসেনজিৎ-অর্পিতা, এবার বিজ্ঞাপনে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে পাঁচ বছর পর একই ফ্রেমে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। ২০১৪ সালে রাজা চন্দের 'ফোর্স' ছবির পর এবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপনী ছবিতেই দেখা যাবে প্রসেনজিৎ-অর্পিতার বাস্তবের এই জুটিকে।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, বাস্তবের এই জুটিকে শেষবার বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল ২০১৪ সালে উ পরিচালক রাজা চন্দের 'ফোর্স' ছবিতে। তবে, এবার

ছয়ের পাতায়

প্রাক্তন দোর্দন্ডপ্রতাপ স্বৈরাচারী শাসকের শেষ জীবনে সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : আশির দশকের দোর্দন্ডপ্রতাপশালী সামরিক শাসক হুসেন মহম্মদ এরশাদ এখন একেবারেই অসহায়। স্ত্রী, সন্তান, ভাই সহ অনেকেই রয়েছে তাঁর। আবার বলতে গেলে থেকেও কেউ নেই। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তিনি কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। দেখার মতো আপনজনও নেই। ট্রাস্ট গঠনের মধ্য দিয়ে নিজের সম্পত্তি দান ও স্বাক্ষর জাল করে সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগে নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কায় থানায় এরশাদ ডায়েরি করেছেন, এতে নানামুখী আলোচনার জন্ম হয়েছে। এখন সম্পদ রক্ষায় এরশাদকে সারাক্ষণ থাকতে হচ্ছে পুলিশের নজরদারিতে।

ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মূলত সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির কারণেই তাকে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল। জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা বলেছেন, বয়সের কারণে এরশাদের আর রাজনৈতিক ভবিষ্যত নেই। এখনও মাথার ওপর ঝুলছে মেজর জেনারেল মঞ্জু-র হত্যা মামলা। ক্ষমতা দখল করার পর কবিতা লিখেছেন প্রচুর। লিখেছেন বইপত্রও। সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছেন। আগামী জাতীয় নির্বাচনে তিনি অংশ নিতে পারবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময়েই এরশাদ বলেছিলেন এটাই তার শেষ নির্বাচন। তা ছাড়া বয়সের কারণে শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। তবে সাবেক প্রেমিকা ও স্ত্রীদের মধ্যে বিদিশার সঙ্গে ছেলের বদৌলতে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। এই সুযোগে এরশাদের সম্পত্তির দিকে চোখ গেছে অনেকের। তৎপর সুযোগ সন্ধানীরাও। ঘরে-বাইরে সম্পদ গ্রাসের অশুভ তৎপরতা নিজেও বুঝতে পেরেছেন চতুর এই স্বৈরাচারী শাসক।

এরশাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, পারিবারিকভাবে এরশাদের সম্পত্তি চান এমন রয়েছেন অন্তত ছয়জন। এছাড়া দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন আরও অন্তত চারজন। রয়েছেন এরশাদের একাধিক ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত কর্মীও। যারা নানা প্রয়োজনে এরশাদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। সম্প্রতি এরশাদের বাসভবনে তাদের আনাগোনা বেড়েছে। তাই এরশাদ নিজ বাড়ি প্রেসিডেন্ট পার্কে বাড়তি মানুষের যাতায়াত সংরক্ষিত করেছেন।

এরশাদের সম্পত্তির পারিবারিক দাবিদারদের মধ্যে রয়েছেন স্ত্রী রওশন, ভাই জিএম কাদের ও আরেক ভাই, এরশাদের এক ভাইপো, সাদসহ আরও একাধিক ব্যক্তি। দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে যারা আছেন তাদের কয়েকজনকে এরশাদ এমপি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত বানিয়েছেন। বিশ্বাস করে রাজনৈতিক ছায়ায় আগলে রেখেছেন যুগের পর যুগ। তারাই এখন এরশাদের সম্পদ গ্রাসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বারিধারার এরশাদের বাসায় প্রতিবন্ধী ছেলে এরিক ছাড়া আপনজন বলতে কেউ নেই তার। বাদ বাকি যারা আছেন সবাই কর্মচারী। তাদের ওপর ভরসা করেই এরশাদকে চলতে হচ্ছে। সম্প্রতি দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এরশাদের সঙ্গে ছিলেন সবার ছোট ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী। স্ত্রী রওশন দীর্ঘদিন আলাদা থাকেন গুলশান দুই নম্বরে নিজ বাসায়। ভাই জিএম কাদেরও থাকেন আলাদা। আরেক ছেলে সাদও তার পরিবার নিয়ে থাকেন মালয়েশিয়ায়।

চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর থেকেই এরশাদের সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সম্পদ ট্রাস্টের নামে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন বারবার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পাল্টানো নেতা। ক্সকিন্তু গত এক সপ্তাহে সম্পত্তি নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি অবস্থা। দাবিদার অনেক। কেউ উত্তরসূরি হিসেবে। কেউবা বিশ্বস্ত নেতা বা কর্মী হিসেবে সম্পদ নিতে চান। অনেকেই চান ষড়যন্ত্র করে সম্পদ হাতিয়ে নিতে। তাই সম্পদ রক্ষা ও নিজের নিরাপত্তায় থানায় ডিজি করেছেন সাবেক এই রাষ্ট্রপতি। স্বাক্ষর জাল করে সম্পদ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগে নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি। বুধবার রাতে এরশাদের পক্ষে একজন প্রতিনিধি বনানী থানায় ওই জিডি (নম্বর ১৫০২) করেন বলে নিশ্চিত করেছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশ বলেছে, উনার (এরশাদ) কাছ থেকে অনেকে স্বাক্ষর নিয়েছেন বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রটেকশন হিসেবে এই জিডি করা হয়। জিডিতে এরশাদ উল্লেখ করেছেন, তার বর্তমান ও অবর্তমানে স্বাক্ষর নকল করে পার্টির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলের বিভিন্ন পদ-পদবি বাগিয়ে নেওয়া, ব্যাংক হিসাব জালিয়াতি এবং পারিবারিক সম্পদ, দোকানপাট-ব্যবসা-বাণিজ্য হাতিয়ে নেওয়া ও আত্মীয়-স্বজনদের হুমকির মুখে রয়েছেন তিনি। এ কারণে তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন এমন অপরাধ করতে না পারে, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দরকার বলে জিডিতে বলা হয়েছে। কিছু দিন ধরে অসুস্থ ৯০ বছর বয়সী সাবেক সামরিক শাসক এরশাদ সম্প্রতি একটি ট্রাস্ট গঠন করে সেখানে তার সব সম্পদ দান করেছেন। পাঁচ সদস্যের ট্রাস্টে এরশাদ নিজে সদস্য হিসেবে থাকলেও স্ত্রী রওশন এরশাদ আর ভাই জি এম কাদেরকে রাখেননি। বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন এরশাদের ছেলে এরিক এরশাদ, একান্ত সচিব ও ভাগ্নে অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আক্তার, চাচাত ভাই মুকুল ও তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। কিছু দিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ এরশাদ গত ৩০ ডিসেম্বরের একাদশ সংসদ নির্বাচনে একদিনও প্রচারে যাননি। নির্বাচনের আগে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পর নির্বাচনের দিন ভোট দিতেও নির্বাচনী এলাকা রংপুরে যাননি এরশাদ। গত ৬ জানুয়ারি এমপি হিসেবে শপথ নেন এরশাদ, তবে তিনি সংসদে গিয়েছিলেন হুইল চেয়ারে চড়ে। এরপর ২০ জানুয়ারি আবার সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন এরশাদ। তখন জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লিভারের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এরশাদের ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, নিজের অবর্তমানে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ নিরসনেই ট্রাস্ট গঠন করেছেন এরশাদ। দিন দিন সাবেক এই রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইতোমধ্যে তার দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদ নিয়ে পারিবারিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বেশ সচেতন এরশাদ। তাই সর্বশেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এরশাদ নিজেই বলেছিলেন, 'এটাই হয়ত আমার শেষ জন্মদিন। আর কোনদিন আমার উপস্থিতিতে হয়ত জন্মদিন পালন হবে না'। এরই ধারাবাহিকতায় অসুস্থ জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান একটি ট্রাস্ট গঠন করে তাতে নিজের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করেছেন। ৯০ বছর বয়সী সাবেক এই সামরিক শাসক নিজেও ট্রাস্টি বোর্ডে সদস্য হিসেবে আছেন।

ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এরশাদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় লিখেছিলেন, তার নগদ টাকার পরিমাণ ২৮ লক্ষের মতো। হলফনামায় এরশাদ বার্ষিক আয় দেখান ১ কোটি ৭ লাখ টাকা। ব্যবসা থেকে তিনি আয় করেন দুই লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ টাকা। ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে সম্মানি হিসেবে ৭৪ লক্ষ ৭১ হাজার ১০ টাকা পান এরশাদ। এছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার ৩৭ লাখ ৬৯ হাজার ৪৬ টাকা জমা রয়েছে। বিভিন্ন শেয়ারে এরশাদের অর্থের পরিমাণ ৪৪ কোটি ১০ হাজার টাকা। তার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ ও এফডিআর ৯ কোটি ২০ লাখ টাকা, ডিপিএস রয়েছে ৯ লক্ষ টাকার। এরশাদ লিখেছিলেন, গুলশান ও বারিধারায় তার দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে যার দাম এক কোটি ২৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। এর বাইরে ৭৭ লাখ টাকা দামের একটি দোকান রয়েছে তার। যানবাহনের মধ্যে তার রয়েছে ৫৫ লাখ টাকা দামের ল্যান্ড ক্রুজার জীপ, ১৮ লাখ টাকা দামের নিশান কার এবং ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা দামের আরেকটি ল্যান্ড ক্রুজার জীপ। জানা গেছে, ট্রাস্টের সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে- এরশাদের বারিধারার প্রেসিডেন্ট পার্কের বাড়ি, গুলশানের দুটি ফ্ল্যাট, বাংলামোটরের দোকান, রংপুরের কোল্ড স্টোরেজ, রংপুরের বাড়ি 'পল্লী নিবাস', রংপুরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়, ১০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট।

খালি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে অশিক্ষিত বলে কটাক্ষ মুকুলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স) : মার্কিন নাগরিক দ্য গ্রেট খালিকে সঙ্গে নিয়ে অনুপম হাজরার প্রচার প্রসঙ্গে এদিন সরব হয় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসউ কীভাবে একজন বিদেশিকে নিজের প্রচারে আনলেন অনুপম হাজরা। রবিবার, এই অভিযোগ তুলে এদিন কমিশনের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। অন্যদিকে, তৃণমূলের তোলা এই অভিযোগকেই 'অশিক্ষার পরিচয়' বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় ।

এদিন রাজ্য বিজেপি সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের তোলা অভিযোগের প্রসঙ্গটিকে ব্যাখ্যা করেন মুকুল রায় উ তিনি বলেন, দ্য গ্রেট খালিকে সঙ্গে নিয়ে অনুপম হাজরার রোড শো সম্পর্কে তৃণমূল যা অভিযোগ এনেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উ কারণ দ্য গ্রেট খালির কাছে রয়েছে ওসিআই (ওভারসিস সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া) কার্ড উ আর ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী, যে বিদেশি নাগরিকের কাছে এই ওসিআই কার্ড থাকবে তারা ভারতবর্ষের নির্বাচনের প্রচারে অংশ নিতে পারেনউ এই আইনে একমাত্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এরপরেই এদিন তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মুকুল রায় বলেন, তৃণমূলের তরফ থেকে যারা এই অভিযোগ এনেছেন, তারা মূলতই কম পড়াশোনা জানেন উ তাই ভারতবর্ষে থেকেও, দেশের আইন সম্পর্কে অবগত নয় তারা উ নির্বাচন কমিশনের কাছে এই অভিযোগ এনে আসলে নিজেদের অশিক্ষার পরিচয়ই দিল তারাউ

উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচার প্রসঙ্গে, দুই বাংলাদেশি অভিনেতা ফিরদৌস ও গাজি নুরকে নিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি উ এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগও জানানো হয় বিজেপির তরফ থেকে উ এরপরই ওই দুই অভিনেতাকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শপথ নেওয়া জাহিদুর বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত, অন্য চারজন দোটানায়

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ায় জাহিদুর রহমানকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ সহ সকল পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। শনিবার রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠক শেষে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, ঙ্র’আমাদের দলের সিদ্ধান্ত ছিল যারা সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ঘোষিত হয়েছেন তাঁরা সংসদে শপথ নেবেন না। এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী জাহিদুর রহমান শপথ নেওয়ায় তাঁকে সর্বসম্মতভাবে প্রাথমিক সদস্যপদ সহ পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।ঙ্র’ রাত সাড়ে আটটা থেকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় বৈঠকটি চলে। অন্যদিকে, ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ ঠেকাতে দলের হাইকমান্ড কঠোর হলেও এখনও দোটানায় আছেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী অন্য চার প্রার্থী। মির্জা শপথ নেবেন না, এটা নিশ্চিত। শনিবার মাঝরাত পর্যন্ত ওই চারজন নিশ্চিত হতে পারেননি, কী করবেন। এর মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রার্থীর দাবি, কোনও একটি পক্ষের চাপ অব্যাহত থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে দোটানায় পড়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২৫ এপ্রিল দুপুরে হঠাৎ করেই সংসদে গিয়ে হাজির হন জাহিদুর রহমান। এরপর বিএনপির উপরমহল থেকে বারবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি শপথ নেন। জাহিদুর রহমান চারবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন একবার। এরপরই বিপাকে পড়ে যায় বিএনপি। দিনভর বাসায় অবস্থান করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। গত দুদিনে দলে আলোচনা ছিল- নেতৃত্বের প্রভাব বিএনপিতে কমতে শুরু করেছে। না হলে চেইন অব কমান্ড না মেনে দলের সংকটকালে শপথ কেন নেবেন জাহিদুর রহমান। বিষয়টিতে বড়ো ধাক্কা খায় বিএনপি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার রাতে ঢাকার গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হন বিএনপির স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বৈঠকে লন্ডন থেকে স্কাইপে অংশগ্রহণ করেন তারেক রহমান। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিতদের শপথ ঠেকাতে ডাকা হয় আইনজীবীদের। জানতে চাওয়া হয়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কী করণীয়। আলোচনা হয়, স্পিকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থীদের শপথ বাতিল করতে চিঠি দেওয়ার। পুরো বিষয়গুলোর আইনি দিকগুলো খুঁজে দেখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আইনজীবীদের। বিএনপি থেকে নির্বাচিত ছয়জন সংসদ সদস্য হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে হারুনুর রশীদ, বগুড়া-৬ আসনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে আমিনুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে আবদুস সাত্তার ভুঁইয়া, বগুড়া-৪ আসনে মোশাররফ হোসেন এবং ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে জাহিদুর রহমান। জাহিদ শপথ নেওয়ার পর বিএনপির নেতারা সন্দেহ করছেন- হয়তো শপথ নিতে আরও দুইজন নির্বাচিত প্রতিনিধি সংসদে হাজির হতে পারেন। স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে যারা শপথ নেবেন তাঁদের তো বহিষ্কার করা হবে।

কৃষ্ণনগরবাসী

দুইয়ের পাতার পর

কে জিতবেন? অনেকের মতে এগিয়ে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। সব মিলিয়ে তিনি নিজেও এবার জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। তাঁর কথায়, ”দুই আর তিন নম্বর স্থানের জন্য এখানে সিপিএম বিজেপির লড়াই হবে।” ওই দুই স্থানে দুই দলের মধ্যে অবশ্য বিজেপির প্রার্থীকে কোনও নম্বর দিতে চান না তিনি। বরং খানিক এগিয়ে রাখছেন সিপিএম প্রার্থী শান্তনু ঝা-কে। শান্তনুর প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। অনেকে আবার মনে করছেন, ওস্তাদের শেষ মার দিয়ে বেড়িয়ে যেতে পারেন বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন ফুটবল তারকা কল্যাণ চৌবে। আর সঞ্জিত দত্তর কথায়, “বলা মুস্কিল! টাফ ফাইট। এই কেন্দ্রে ৩৬ শতাংশের ওপর সংখ্যালঘু ভোটদাতা। ওদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে।”

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আটের পাতার পর

ভাই মারা গেছে, ভাইয়ের ছেলে নেই, মেয়েরা আছে। মেয়ে বা তার স্ত্রী হয়তো যে বাড়িটা মায়ের নামে জমি ছিল বা বাবার নামে জমি ছিল কিন্তু ওই ভাই বাড়িটা তৈরি করে দিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ওই সম্পদশালী ভাই ছুটে আসে ওই সম্পত্তিটা দখল করতে। ওই মেয়েদের যেটুকু আইনগত পাবে তার বেশি এক কানাকড়িও দেবে না। এগুলো কিন্তু সম্পদশালী পরিবার। কিন্তু তাদের ভেতরও এ ধরনের একটা অমানবিক আচরণ আমরা দেখতে পাই।

‘সেখানে এইটুকু তারা দেখে না যে তার নিজের ভাই, যে ভাই বাড়িটি করে গেলো সেখানে তার মেয়েরা থাকবে বা স্ত্রী থাকবে, সেখানে ভাইয়ের ওই ভাগটুকু কেন নিতে হবে। মানুষের এই নিষ্ঠুরতার শিকার কিন্তু মানুষেই হয়। এগুলো কীভাবে সমাধান করবেন জানি না। এই রকম দুই একটা কেস আমার কাছে যখন এসেছে যা হোক আমি সমঝোতা করিয়ে দিয়ে ওই মেয়েরা যেন তাদের ন্যায় ভাগটা যেন পায় বা একটু বেশি পায় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের উচ্চবিত্তের মধ্যেও এই প্রবণতাটা দেখা যায়।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। অনেক বুদ্ধিজীবী পরিবার হয়তো বাড়িতে একটি মাত্র মেয়ে— ভাইটাকে যে এভাবে পাকিস্তানি বাহিনী, রাজাকার আল বদর এভাবে খুন করেছে সেটার দিকে নজর নাই। কিন্তু ভাইয়ের সম্পত্তিটুকু দখল করে ঐ ভাতৃবধু ও মেয়েটিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া সেই প্রবণতা, সেরকম নিষ্ঠুরতাও আমরা দেখেছি।’

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লন্ডভন্ড

● প্রথম পাতার পর

মত ঝড়ো ইনিংস খেলে সাধারণ মানুষকে লন্ডভন্ড করে দেয়।পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি এফসিআই গোডাউন ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।এদিকে কদমতলার সরস পুর এলাকার বিপ্লব চৌধুরি নামের ব্যক্তির বাড়ির বানাক গাছে বজ্রপাত পড়ে। তার ফলে ওই ব্যক্তির ঘরের বৈদ্যুতিক বোর্ড, মিটার সহ ঘরের প্লাস্টার খসে পড়ে। তবে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অপরদিকে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়াতে গোটা চুড়াইবাড়ি, কদমতলা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

বিস্তর

● প্রথম পাতার পর

মোটর সাইকেলের সূত্র ধরে তাদেরকে আটক করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উনকোটি জেলার পুলিশ সুপার লাকি চৌহান জানান, নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পুলিশ সুপার আরো উল্লেখ করেন, ভয়ঙ্কর নেশার ছোবলে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । যুবসমাজকে রক্ষার জন্যই এ ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে পুলিশ। ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এব্যাপারে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিরাট কোহলি

সাতের পাতার পর

এখন মুম্বইয়ে থাকেন। বিরাটের স্ত্রী অনুষ্কাও কর্মসূত্রে মুম্বইয়ের বাসিন্দা। সেকারণে মুম্বইয়েই ওরলি থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ভিকে। ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের শেষ দিন ছিল ৩০ মার্চ। ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন জমা জিতে না পারায় সমস্যায় পড়লেন কোহলি।

ওয়াটসন-র

সাতের পাতার পর

পর ধরে নেওয়াই যায়, এটাই হয়ত শেষ আইপিএল ওয়াটসনের। চেন্নাই প্লে-অফে উঠেছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজকে চ্যাম্পিয়ন করে,আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা করতে পারেন জনপ্রিয় এক ক্রিকটার। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের হয়ে ৫৯টি টেস্ট, ১৯০ একদিন ও ৫৮ টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন ওয়াটসন।

নিহত তিন

আটের পাতার পর

বাহিনীর ওপর শনিবার গুলি চালায়। ঘটনায় দুজন পুলিশ কনস্টবলসহ একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। মাওবাদীদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

ঐক্যমঞ্চের

আটের পাতার পর

বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি দিয়ে ভোট প্রক্রিয়া করাতে হবে। দলমত নির্বিশেষে তৈরি আমাদের সংগঠনের কোনও বিশেষ দলকে নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা নেই। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।” এদিন পুনরায় দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপিও দেওয়া হয়েছে জেলা শাসকের দফতরে।

ইনভিজিলেটর

পাচের পাতার পর

করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা কেন্দ্রে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত ইনভিজিলেটরকে জনৈক নন্দন রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ইনভিজিলেটর নন্দন রায়কে ঘটনাস্থল থেকে থানায় নিয়ে গেছেন পুলিশের অফিসার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলেন পরীক্ষার্থীরা। এপিডিসিএল-এর পরীক্ষা বাতিলে দাবিতে স্কুলের পরিবেশ উত্তাল করে তুলেছেন তাঁরা।

বিজ্ঞাপনে

পাচের পাতার পর

কোনও সিনেমা নয়, টেলিভিশন সিরিজও নয় এই জুটিকে দেখা যাবে একটি বিজ্ঞাপনী ছবিতে। প্রসেনজিৎ অর্পিতার এই জুটি ফিরছে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। তবে, কোন বিজ্ঞাপনের শুটিং সে সম্পর্কে এখনই কিছু জানা যায়নি। সদ্য শেষ হয়েছে বিজ্ঞাপনের শুট।

মুকুল রায়

তিনের পাতার পর

বয়স্ক থেকে মহিলাদেরকেও । লাঠিচার্জ হয় তাদের ওপরও উ এদিন এই ঘটনারই তীব্র নিন্দা করে, হাওড়া পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্তের দাবি জানান মুকুল রায়।

দেখাল শিক্ষকরা

তিনের পাতার পর

এরই প্রতিবাদে আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ঘেরাও করে শিক্ষিক ঐক্য মঞ্চ। মঞ্চের ২৫ জন কর্মী আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তখন পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। প্রাথমিক ভাবে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। মহিদুল ইসলামসহ সংগঠনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবকে।

মহিদুল ইসলামের অভিযোগ, ‘গতকাল বামপ্রার্থী ফুয়াদ হালিমের মিছিলে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আমি এর প্রতিবাদ করি। পুলিশকেও এবিষয়ে আমি বলি। এরপরও তারা আমাকে মারধর করে। আমার স্কুটার ভেঙে পুকুরে ভেঙে ফেলে দেয় ওরা। এই সব কিছু পুলিশ ও নির্বাচন অধিকারিকের সামনে হয়। এরপরও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ডায়মন্ড হারবার থানায় আমি এফআইআর করতে গিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার অভিযোগ পুলিশ নেয়নি। তাই আজকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে আমি এর বিচার চাইতে এসেছি’।

নির্বাচনী পর্যালোচনা : ঐতিহ্যের প্রচার চান কৃষ্ণনগরবাসী

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : “অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে...পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে...জীর্ণ ফাটল-ধরা এক কোণে তারি...অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।” এমন কোনও বাঙালি কি খুঁজে পাবেন, যিনি এই ছড়াটা জীবনে শোনেননি? কেউ কেউ হয়ত পুরোটা না হোক, ক’টা লাইন বলে দিতে পারবেন না দেখে। সেই স্মৃতির অঞ্জনা আজ কৃষ্ণনগরে নিছকই ইতিহাস। আজ বাদে কাল এখানে ভোট। কী ভাবছেন কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা? উজার করে দিলেন ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-এর কাছে।

স্মৃতির ডালি বললে কম বলা হবে। কৃষ্ণনগরের মত ঐতিহ্য বাংলার ক’টা জায়গায় আছে? অধুনা কলকাতা নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত রায়ের গোটা ছেলেবেলা কেটেছে কৃষ্ণনগরে। ৬৬ বছর বয়সেও তাঁর চোখ চকচক করে ওঠে কৃষ্ণনগরের কথা শুনলে। তাঁর সাফ কথাসাংসদ যে-ই হোন, উন্নতি হোক কৃষ্ণনগরের। তাঁর আক্ষেপ, বার বার বলা সত্ত্বেও স্ত্রী মিষ্টুনি কৃষ্ণনগরের খ্রিষ্টমন্দির দেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এ রকম জিনিস আর কোথায় আছে?

একই মন্তব্য কৃষ্ণনগরের বিএনদত্ত লেনের বিশিষ্ট লেখক স্বদেশ রায়ের। তাঁর প্রশ্ন, ক’জন জানেন রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় তৈরি হয়েছিল এই মন্দির? ইসরায়েলে প্রভু যিশুর সমাধির অনুকরণে তৈরি এক ক্ষুদ্র সংস্করণ আছে কৃষ্ণনগরের এই উপাসনালয়ে। স্বদেশবাবুর আর্জি, ঙ্র’নতুন সাংসদের কাছে প্রার্থনা করব, এই খ্রিষ্টমন্দির, ফুলিয়ায় রামায়ণের কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতি এবং পলাশির প্রান্তর নবীন প্রজন্মের সবাইকে দেখানোর ব্যবস্থা হোক।ঙ্র’ এর জন্য কৃষ্ণনগর উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করে তাদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় আবার পরে আসা যাবে। বরং, এক ঝলক পাতা ওল্টানো যাক নির্বাচন কমিশনের তথ্যে। তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর (উত্তর) ও নবদ্বীপ এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র। ২০০৯-এর নির্বাচনে ভোট দেন মোট ভোটদাতার ৮৫.৫০ শতাংশ, সংখ্যাটা ছিল ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭১১। তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস পাল পান ৪২.৪৩ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থীর ঝুলিতে পড়ে ৩৫.০৩ শতাংশ, বিজেপি-র সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় পান ১১.৭৬ শতাংশ। ২০১৪-র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের তাপসবাবুর ভোট কমে হয় ৩৫.১৪ শতাংশ। বিজেপির সত্যব্রতবাবুর ভোটের শতাংশ বেড়ে হয় ২৬.৩৮। সিপিএমের ভোট কমে হয় ২৯.৪৩ শতাংশ। কংগ্রেস পায় ৬ শতাংশেরও কম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে শুরু করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নানা সময় অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির জীবন বা কথা ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণনগরের সঙ্গে। ইতিহাসের আকর রাজবাড়ি, নবদ্বীপ থেকে ঘূর্ণি ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি। এসব যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। স্বদেশ রায়ের বক্তব্য, “তাপস পাল তাঁর সাংসদ জীবনের প্রথম পর্বে (২০০৯-’১৪) উন্নয়নের কাজ নানা ভাবে করার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার চেষ্টাও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিঁকে ছেঁড়েনি প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ও আগ্রহের অভাবে।”

নতুন সাংসদের কোন দিকটায় বেশি নজর দেওয়া উচিত? স্বদেশবাবুর জবাব, “ঘূর্নির মৃৎশিল্প জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আধুনিক ও উন্নত মানের বিপণনব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে বাজারজাত না করতে পারলে এই ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি নতুন সাংসদকে নজর রাখতে হবে চাষিরা যাতে পাটের নায্য দাম পান। এই অঞ্চলে অনেকের রুজি এর ওপর নির্ভর করে। পলাশির প্রান্তরে বারবার নিয়ে যেতে হবে নবীন প্রজন্মকে। না হলে দেশের প্রতি ওঁদের ভালবাসা তৈরি হবে কী করে?”

কৃষ্ণনগরের আমিনবাজারের বাসিন্দা প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সঞ্জিত দত্তের কথায়, “গত দুই পর্যায়ে তৃণমূল সাংসদের ভূমিকায় আমি খুশি নই। বাংলাদেশের একটি কারখানার দূষিত বর্জ্য চূর্ণি নদীতে মিশে জল বিষাক্ত করে দিচ্ছে। সমস্যাটা অনেক দিনের। এটা বন্ধ করা, চূর্ণি এবং অঞ্জনা খাল সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা তিনি করেননি।”

এখানকার নতুন সাংসদের কাছে কী আশা? “ওই যে দুটো আবশ্যিক বিষয় বললাম!”, সঞ্জিতবাবু বলেন, “চূর্ণির পাশাপাশি জলঙ্গিও শুকিয়ে যাচ্ছে। এগুলির সংস্কার করতে হবে। কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর সীমান্ত বরাবর রেলপথ তৈরি নিয়ে গত ১১৫ বছর ধরে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ২০০৪ সালে সমীক্ষা করিয়েছিলেন। নয়া সাংসদ যদি কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর ৮০ কিলোমিটার, করিমপুর থেকে বহরমপুর আরও প্রায় ৯০ কিলোমিটার রেলপথ তৈরিতে উদ্যোগী হন, লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।”

কে জিতবেন? অনেকের মতে এগিয়ে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। সব মিলিয়ে তিনি নিজেও এবার জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। তাঁর কথায়, ”দুই আর তিন নম্বর স্থানের জন্য এখানে সিপিএম বিজেপির লড়াই হবে।” ওই দুই স্থানে দুই দলের মধ্যে অবশ্য বিজেপির প্রার্থীকে কোনও নম্বর দিতে চান না তিনি। বরং খানিক এগিয়ে রাখছেন সিপিএম প্রার্থী শান্তনু ঝা-কে। শান্তনুর প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। অনেকে আবার মনে করছেন, ওস্তাদের শেষ মার দিয়ে বেড়িয়ে যেতে পারেন বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন ফুটবল তারকা কল্যাণ চৌবে। আর সঞ্জিত দত্তর কথায়, “বলা মুস্কিল! টাফ ফাইট। এই কেন্দ্রে ৩৬ শতাংশের ওপর সংখ্যালঘু ভোটদাতা। ওদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে।”

নুসরতের কাছে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মান উন্নয়নের আর্জি চিকিৎসক সুব্রত দাসের

বসিরহাট, ২৮ এপ্রিল(হি,স): বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মাস্টার ডিগ্রী আছে এমন কোয়ালিটি সম্পন্ন চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। নামকাওয়াস্তে মেডিসিন ডাক্তার দিয়ে দিলাম তাতে সাধারণ মানুষ হয়তো কোয়ালিটিটা বুঝতে পারেন না। কিন্তু তাতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালও চলে নাঙ্র’ রবিবার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এই কেন্দ্রের বিধায়ক দিপেন্দু বিশ্বাসের সামনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নুসরাত জাহানের সামনে এভাবেই বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিষেবার বিষয় তুলে ধরলেন বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক সুব্রত দাস।

রবিবার ছুটির দিনে বসিরহাট নৈহাটি ইছামতি নদীর পাড়ে বসিরহাটের বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হলেও বসিরহাটের বুদ্ধিজীবী মহলের হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া উপস্থিত ছিলেন না শিল্পী-সাহিত্যিকরা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন চিত্রশিল্পী, নাট্য শিল্পী, সাহিত্যিকদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সহ বসিরহাট আদালতের আইনজীবী ও বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নুসরতকে বসিরহাটের হবু সাংসদ হিসাবে ধরে নিয়ে বক্তব্য রাখেন এদিন। ঠিক তেমনভাবে নুসরাত জাহানের কাছে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে বলতে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা আসল চিত্রটা তুলে ধরে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেরমান উন্নত করতে মাস্টার ডিগ্রী ধারী চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন চিকিৎসক সুব্রত দাস।

প্রসঙ্গত গত বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ের পরে বসিরহাটের সমস্ত উন্নয়নের দিক নিজে হাতে তদারকি করে আসছেন বিধায়ক দিপেন্দু বিশ্বাস। অথচ তার সামনেই এদিন হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে নুসরত জাহানকে জানালেন চিকিৎসক। আর জয়ের আগেই বসিরহাটের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন নুসরত জাহান।

৭২টি

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে।

ঝাড়খণ্ডের তিনটি লোকসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে সোমবার। রাজ্যের প্রায় ৪৫.২৬ লক্ষ ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তিনটি লোকসভা আসনের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫৯জন প্রার্থীর। ১৩৯টি বুথে হবে ভোটগ্রহণ। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই তিনটি আসনই নিজেদের দখলে রেখেছিল বিজেপি। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রাত পোহালেই গোটা সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ। তার জেরে চূড়ান্ত সতর্ক নির্বাচন কমিশন। ভোট শান্তিপূর্ণ করতে জোরাদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। প্রায় ১.৫ লক্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান মোয়ায়েন করা হয়েছে।সোমবার ১৩টি লোকসভা আসনের জন্য ভোট হবে উত্তরপ্রদেশে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় ২,৩৮,৮৮,৩৬৭ ভোটার নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে এই নির্বাচনে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটের সংখ্যা ১,২৯,৭৫,১২৫ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,০৯,১২,০১২।

বিজেপির রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে নিজের গড় বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিজেডি সুপ্রিমো তথা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। সোমবার গোটা দেশের সঙ্গে চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ হবে ওড়িশায়। ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ হবে ওড়িশায়। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি একই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে। সোমবার ৪১টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

ছয়টি লোকসভা এবং ৪১টি বিধানসভা কেন্দ্র ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ১০,৭৯২ বুথে হবে ভোটগ্রহণ। ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫২ জন প্রার্থীর। অন্যদিকে ৪১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৩৩৬ জন প্রার্থীর। রাজ্যের ৯৫,১৪,৮৮৩ ভোটার এই নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

হিন্দু সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি দখল, মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা বাড়ছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড় রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক হামলা-নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। কোনও ষড়যন্ত্র কাজ করছে। খবর পাচ্ছি, হিন্দুদের দেশত্যাগ করতেও বলা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। হিন্দু মহাজোট ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অ্যাড় গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

সেল্প হেল্প এসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল থ্রু এডুকেশন এন্ড এন্টারপ্রিনিওরশিপ (শারি) নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তিন মাসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই তিনমাসে ১৬ জন নিহত হয়েছেন, জায়গা-জমি ও বাড়িভিটা দখলের ঘটনা ঘটেছে ১৪৯টি, হামলা হয়েছে ১৩৫ জনের ওপর, মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯টি। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৪টি। পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও ‘শারি’র কর্মকর্তারা বলেছেন, চলতি এপ্রিল মাসে আকস্মিকভাবে হামলার ঘটনা বেড়েছে। নেতৃবৃন্দ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা পর্যায়ের নেতারা বলেছেন, প্রত্যেক নির্বাচনে ভারত বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রচারণায় ব্যবহৃত হয়। আমরা নির্বাচনে শঙ্কা নিয়ে থাকি। এবার এই দুই অস্ত্র ব্যবহার দেখা যায়নি, আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে জায়গা-জমি দখল ও মহিলাদের ওপর নির্যাতন-হামলা বেড়ে গিয়েছে।

অনুব্রত মন্ডলকে গৃহবন্দি না করলে বীরভূমে অবাধ-সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ হবে না

খড়্গপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : অন্যান্য দিনের মত রবিবার সাত-সকালেই প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। খড়্গপুর রেল শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভোট প্রচার সারেন তিনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিশুদের চকোলেট বিলি করেছেন তিনি । এদিন তিনি বীরভূমের ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে ফের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে গুন্ডা রাজনীতির অভিযোগ করেন । সেই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন বলে জানান তিনি ।

এদিন তিনি বলেন, ’অনুব্রত মণ্ডলকে গত নির্বাচনে নজরবন্দি করা হয়েছিল, এবার শুধু নজরবন্দি নয়, জেলার বাইরে বার করে দিতে হবে, পারলে ঝাড়খন্ডে পাঠিয়ে দিতে হবে। না হলে বীরভূমে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট হবে না। যেখানে বন্দুক নিয়ে মিছিল হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে বলে আসছেন, ”তুই চমকে ভোট কর”। সরকারি কর্মীরা দাবি করেছেন ওকে ব্লক করার জন্য। এবার হয়তো পুলিশও দাবী করবে। কারণ, ও পুলিশের উপর বোম মারতে বলেছে। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানিয়েছি, এই লোকটাকে গৃহবন্দি করা হোক। যেভাবে আমাদের এমপি প্রার্থীকে করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি ঠিক রাখতে এসমস্ত লোককে রাজনীতি থেকে ব্রাত্য করে দিতে হবে।ঙ্র’ গত কয়েকটি দফার নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনে আমরা সমস্ত স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করেছিলাম, সেটা সঠিকভাবে হয় নি বলে হিংসা হয়েছে, মারা গিয়েছে, রিপোলিং হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি যে কত নিচে নেমে গেছে ওরা জানে না। গুন্ডা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। সেজন্য শুধু বুথ নয়, বুথের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং রাখা দরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

পর্ষদ

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজন সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না খাতা দেখার জন্য। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে মোট ছয়টি কেন্দ্রে খাতা দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য এবং বাকি পাঁচটি হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। জানা গিয়েছে, পর্ষদের তরফ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে ৩,৫০০ শিক্ষকের জন্য সার্কুলার জারি করেছিল। এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ২,৬০০। এদিকে, ২৬০০ এর মধ্যে অনেকেই নিয়মিত আসছে না। তাতে খাতা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ১৫ মের মধ্যে মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, যেই করুন অবস্থা তাতে নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং ফলাফল ঘোষণা করা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

কনস্টেবল

● প্রথম পাতার পর

তলাপাত্রকে আটক করে পশ্চিম আগরতলা থানার হাতে তুলে দিয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। জানা গেছে, সৈকত তলাপাত্র পেশায় শিক্ষক। সরকারী স্কুলে তিনি শিক্ষকতার চাকুরী করেন। এদিকে জামাল হুসেন নামে এক পুলিশ কনস্টেবলকে পুলিশ এদিন গ্রেপ্তার করেছে কৈলাসহরে। তার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসা প্রচারের অভিযোগ রয়েছে।

সাড়ে চার বছরে কিছু না করলে কেউ এমন অভিযোগ করতে পারেন : পাল্টা গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ভোটের ময়দানে এবার দুটি ভোটার কার্ড থাকার জবাব দিলেন ইস্ট দিল্লির বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি ভোটার কার্ড থাকার অভিযোগ ছিল। রবিবার তা নিয়ে মুখ খুলেন গৌতি। তিনি বলেন, "গতসাড়ে চার বছরে যখন কিছু করার নেই, তখন এ ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে। আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে এ ধরনের নেতিবাচক অভিযোগ নিষ্প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনই এর সিদ্ধান্ত নেবে।"

দুটি ভোটার কার্ড থাকার অভিযোগে গম্ভীরের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এফআইআর করেন আম আদমি পার্টির প্রার্থী আতিশী। আতিশী দাবি করেন, দিল্লির কারোলবাগের পাশাপাশি রাজিন্দর নগরে ঠিকানায় ভোটার কার্ড রয়েছে গম্ভীরের। এই দুই এলাকা সেন্ট্রাল দিল্লি বিধানসভার মধ্যে পড়ে। আগামী ১ মে শুনানি হবে এই মামলার। এর আগে,

ট্যুইট করে আপ প্রার্থী জানান, গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে তিনি ফৌজদারি ধারায় অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক বছর জেল হতে পারে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবারই ছক্কা হাঁকাতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীরকে। কাশ্মীরের রাজনীতি নিয়ে সম্প্রতি সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এবং ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন গৌতি। এর পরে তাঁকে বিজেপিতে যোগদান করতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গত, পূর্ব দিল্লি আসনে প্রার্থী হওয়ার পর থেকে নানা সমস্যায় জেরবার গৌতম। তাঁর মনোনয়নপত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে এমন অভিযোগ তুলে সেটি বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয় কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। যদিও বিরোধীদের অভিযোগের কোনও সারবত্তা খুঁজে পায়নি কমিশন।

গত মাসে বিজেপিতে যোগ দেন ৩৭ বছর বয়সী গৌতম গম্ভীর। তারপর বিজেপি তাঁকে পূর্ব দিল্লি আসনে প্রার্থী করে। গতবছর এই কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান মহেশ গিরি। এবার অবশ্য তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। এই কেন্দ্র জয়ে গৌতমের উপর ভরসা রেখেছে বিজেপি। আগামী ১২ মে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সব প্রার্থীদের মধ্যে প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর সব থেকে ধনী। তাঁর মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৪৭ কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। ক্রিকেট থেকে রাজনীতিতে এসে এই প্রথমবার গৌতম গম্ভীর নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পূর্ব দিল্লি থেকে বিজেপি প্রার্থী। তিনি ১৪৭ কোটি টাকার সম্পত্তির ঘোষণা করেছেন। গম্ভীর জানিয়েছেন, বারাখম্ভা রোডের মডার্ন স্কুল থেকে তিনি পড়াশুনো করেছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক।

ক্লাব ফুটবল কেরিয়ারে ৬০০ গোলের মাইলস্টোন রোনাল্ডোর

তুরিন, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ক্লাব ফুটবল কেরিয়ারে ৬০০ গোলের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

শনিবার ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন সিআর সেভেন।

পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে ৬২ মিনিটে রোনাল্ডোর গোলে সমতায় ফেরে জুভেন্তাস।

মেসির আগেই এই কীর্তি গড় লিওকে পিছনে ফেললেন সিআর সেভেন। এখনও পর্যন্ত ক্লাবস্তরে মেসির গোলের সংখ্যা ৫৯৮টি।

শনিবার মেসির গোলে লেভান্তের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১-০ জয় পায় বার্সা। ফলে ক্লাব ফুটবলে মেসির গোলসংখ্যা এখন ৫৯৮টি। ক্লোজ ফাইট হলেও শেষ মুহূর্তে মেসি ৬০০ গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ করার আগেই সেই কীর্তি গড়ে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো।একনজরে রোনাল্ডোর ক্লাব কেরিয়ার- ১) স্পোর্টিং ক্লাব দ্য পর্তুগাল- ৫ টি গোল ২) ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড- ১১৮টি গোল ৩) রিয়াল মাদ্রিদ- ৪৫০ টি গোল ৪) জুভেন্তাস-২৭ গোলসব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গোলে মেসি বনাম রোনাল্ডো- রোনাল্ডো স্পোর্টিং ক্লাব দ্য পর্তুগাল- ৫ টি গোল, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড- ১১৮টি গোল, রিয়াল মাদ্রিদ- ৪৫০ টি গোল, জুভেন্তাস-২৭ গোল দেশের জার্সিতে গোল-৮৫টি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গোলের সংখ্যা- ৬৮৫টি মেসি বার্সেলোনা জার্সিতে গোল- ৫৯৮টি, দেশের জার্সিতে গোল ৬৫টি। মোট গোলের সংখ্যা-৬৬৩টি।

বিগ ব্যাশে থেকে অবসরের ঘোষণা শেন ওয়াটসন-র

সিডনি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দল থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। এবার বিগ ব্যাশে থেকেও অবসর ঘোষণা করলেন অজি ক্রিকেটার শেন ওয়াটসন।

দেশের জনপ্রিয় টি-২০ লিগ থেকে অবসর ঘোষণা করেন ওয়াটসন। আইপিএলের মতো অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ লিগ বিগ ব্যাশেও ব্যাটসম্যান হিসেবে দারুণ সুনাম ওয়াটসনের। তবে পরের মরশুম থেকে অবশ্য বিগ ব্যাশ মিস করতে চলেছে ওয়াটসনকে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের হয়ে আগেই অবসর নিয়ে নিয়েছিলেন ওয়াটসন। এবার অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ লিগ থেকেও ব্যাট তুলে নিলেন জয়প্রিয় এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলতেন ওয়াটসন।

২০১৬ সালে দেশের জার্সিতে শেষবার ম্যাচ খেলেন অজি এই অল-রাউন্ডার। এরপর সিডনি থান্ডার দলের হয়ে বিগ ব্যাশ মাতিয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার। ২০১৮-১৯ মরশুমে বিগ ব্যাশ লিগে থান্ডারের হয়ে ব্যাট হাতে ছন্দে ছিলেন। শেষ মরশুমে ৬১ বলে শতরানও করেন ওয়াটসন।

বিগ ব্যাশ লিগ থেকে অবসরের

ছয়ের পাতায়

দ্বাদশ আইপিএলের প্লেঅফ ম্যাচের সময় সূচির পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : দ্বাদশ আইপিএল মরশুমের সমস্ত প্লেঅফ ম্যাচের সময় সূচির পরিবর্তন করা হল। সমস্ত প্লেঅফ ম্যাচ শুরু হবে সন্ধে সাড়ে ৭টা থেকে। ৭ মে থেকে শুরু হবে প্লেঅফ পর্যারে খেলা।

চলতি মরশুমের আইপিএলের বেশিরভাগ ম্যাচই শেষ হচ্ছে মধ্যরাতে। সুপার ওভার হলে তো পরের দিনও পরে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে মাঠ ফেরত দর্শকদের যানবাহন পেতেই মাঝরাতে নাজেহাল হাওয়ার অবস্থা। পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রেখেই আইপিএলের প্লে-অফর সময়ে পরিবর্তন করল বোর্ড। সেক্ষেত্রে প্লে-অফ, ফাইনাল সব ম্যাচই ৮ টার পরিবর্তে ৭.৩০ মিনিট থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে খুশি ক্রিকেটমহল।

শনিবার বোর্ডের বৈঠকে কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের সদস্যের সঙ্গে বোর্ডের আধাকারিকদের এই প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলে। পরে পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে প্রস্তাবে সবুজ সংকেতে দেয় কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স। এরপর সম্প্রচার সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে প্লে-অফ ম্যাচের সম্প্রচারের সময় এগিয়ে আনা নিয়ে সমঝোতা করা হবে। প্রসঙ্গত গত বছরও প্লে-অফের সময় পরিবর্তন করে ৭ টা থেকে ম্যাচ শুরু করা হয়েছিল।

একনজরে দ্বাদশ আইপিএলের প্লে-অফ ম্যাচ কখন কোথায়—

কোয়ালিফায়ার ১- ৭ মে চেন্নাইে।

এলিমিনেটর ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার যথাক্রমে — ৮ মে ও ১০ মে ভাইজ্যাকে এবং ফাইনাল ১২ মে হায়দরাবাদে।

লা-লিগার খেতাব ফের জয় করল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : চ্যাম্পিয়ন হল বার্সেলোনা। শনিবার লেভান্তের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১-০ জয় তুলে নিয়ে ২৬ বারের জন্য লা-লিগার খেতাব জিতল বার্সোলোনা। এনিয়ে শেষ ১১ মরশুমে ৮ বার ঘরোয়া ট্রফি জয় বার্সার। শেষ মরশুমে লা-লিগা জয়ের পর এবার খেতাব ধরে রাখতে সক্ষম মেসি-সুয়ারেজরা।

অন্যদিকে বার্সা জার্সিতে নজির গড়ে ফেললেন মেসি। এনিয়ে মোট ১০ বার লা-লিগা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়লেন লিও। এর আগে বার্সার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি ৯ বার লা-লিগা জয়ের নজির ছিল ইনিয়েস্তার। তাঁকে পিছনে ফেলে শনিবার দশমবারের জন্য লা-লিগা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পান লিও।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের পরিবর্ত ফুটবলার হিসেবে মাঠে নেমে ৬২ মিনিটে বার্সেলোনার হয়ে গোলমুখ খোলেন মেসি। শেষ পর্যন্ত সেই গোলেই ম্যাচ জয় কাতালান ক্লাবের।

এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলে ৩৫ ম্যাচ শেষে ৭৪ পয়েন্ট থেকে দু' নম্বরে থাকা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্ট পার্থক্য দাঁড়াল ৯ ।

শেষ ৩ ম্যাচে জিতলেও বার্সেলোনাকে(৮৩ পয়েন্ট) টপকাতে পারবে না মাদ্রিদের ক্লাব। সেক্ষেত্রে সমসংখ্যাক পয়েন্টে পৌঁছলেও মুখোমুখি লড়াইয়ে অ্যাটলেটিকোর চেয়ে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হত বার্সা। লিগের ৩ ম্যাচ বাকি থাকতেই দু'নম্বরে থাকা অ্যাটলেটিকোর চেয়ে ৯ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে স্প্যানিশ লিগ জিতে খেতাব ধরে রাখলে মেসিরা। লিও'র গোলেই ঘরোয়া লিগে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় তুলল স্প্যানিশ জায়েন্টরা।

লোকসভা নির্বাচনে নিজের ভোট দিতে পারবেন না বিরাট কোহলি

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : চলতি লোকসভা নির্বাচনে নিজের ভোট দিতে পারবেন না ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়কের ভুলেই এমনটা হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

ভোট পর্ব শুরুর আগে বিরাট-রোহিত-ধোনিদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রেখেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশেষ অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ-যুবাদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলতে এগিয়ে আসুক ক্রিকেটাররা। ভোট দেওয়ার আবেদনে কোহলি কতটা প্রভাব ফেলতে পারলেন জানা নেই, কিন্তু নিজে এবার ভোটদান মিস করতে চলেছেন বিরাট।

নির্বাচন আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইনে বিরাট আবেদন জমা দিলেও শেষ পর্যন্ত ভারত অধিনায়ক ভোট দিতে পারবেন না। কারণ নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার ফলে এই আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি। ফলে এবারের নির্বাচনে দেশ গড়ার কাজে নিজের মত জানাতে পারার সুযোগ পাচ্ছেন না বিরাট। প্রসঙ্গত জন্মসূত্রে বিরাট দিল্লির নাগরিক হলেও কর্মসূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময়ই

ছয়ের পাতায়

কোহলি নিজের পুরনো কেন্দ্র গুরুগ্রামে ভোট দেবেন, জানালেন স্বয়ং বিরাট

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মুম্বইয়ের ওরলি থেকে ভোট দেওয়া না হলেও এবার নিজের পুরনো এলাকা গুরুগ্রাম কেন্দ্র থেকে ভোট দিতে পারবেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী বিরাটকে বলেছিলেন, """নিজে ভোট দাও। সঙ্গে সাধারণ মানুষকে ভোটদানে উৎসাহিত করে তোলো।"""" বিরাট কোহলি জনগণকে ভোট দিতে উতাহিত করেছিলেন বটে। কিন্তু এবার লোকসভা নির্বাচনে তিনি নিজেই ভোট দিতে পারবেন না বলে জানা গিয়েছিল। ভোটার তালিকায় নাম তোলার শেষ দিন ছিল ৩০ মার্চ। কিন্তু বিরাট কোহলি সেই সময় ক্রিকেট সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি। তাই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিক বলেছিলেন, এবার কোহলির ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরের লোকসভা নির্বাচনে আর তাঁর ভোট দিতে কোনওরকম অসুবিধা হবে না।

মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায় একটি বিলাশবহুল ফ্ল্যাটে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে থাকতে শুরু করেছেন বিরাট। বেশ কয়েকদিন হল তিনি মুম্বইয়ে চলে এসেছেন। যদিও মুম্বইয়ের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করাতে পারেননি সময়মতো। তাই মুম্বইয়ে ভোট দেওয়ার আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন সেলেব্রিটিদের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন নিজেরা ভোট দেন এবং সাধারণ মানুষকে ভোট দানে উৎসাহ জোগান। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে এর পরই বিরাট কোহলি সাধারণ মানুষের কাছে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন।

তবে তিনি মুম্বইতে ভোট দিতে পারবেন না। কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য অন্য রাস্তা খুঁজে বের করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। তিনি তাঁর পুরনো বাড়ির এলাকা গুরুগ্রাম কেন্দ্র থেকে ভোট দিতে পারবেন।

বিরাটের বেশ কিছু আত্মীয় এখনও গুরুগ্রামে থাকেন। তা ছাড়া সেখানকার ভোটার তালিকায় এখনও বিরাট কোহলির নাম রয়েছে। বিরাট তাই সেই কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ইনস্টাগ্রামে নিজের ভোটর কার্ডের একটি ছবি পোস্ট করেছেন কোহলি। আর তার নিচে লিখেছেন, ঙ্র'১২ মে গুরুগ্রামে ভোট দেওয়ার জন্য আমি তৈরি। আপনিও তৈরি তো?

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বাবার সম্পত্তিতে স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনি সমাধান খুঁজতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৮।। শরিয়া আইনে হাত না দিয়ে বাবার অবর্তমানে, বিশেষ করে ছেলে সন্তানহীন বাবার সম্পত্তিতে স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনি সমাধান খুঁজতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দু'টি সন্তানই যদি মেয়ে হয় তাহলে বাবার সম্পত্তির ভাগ স্ত্রী, মেয়ে বঞ্চিত হবে, এখানে কীভাবে সুরাহা করবেন। আমি শরিয়া আইনে হাত দিতে বলবো না, সম্পত্তি আইনে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রোববার (২৮ এপ্রিল) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মানুষের ধনসম্পদ যত বেড়েছে মানুষের লোভও তত বেড়েছে। এখানে মেয়েরা যে বঞ্চিত হচ্ছে,আমরা স্লোগান তুলি যে দুই সন্তানই যথেষ্ট, দু'টি সন্তানই যদি মেয়ে হয় তাহলে বাবার সম্পত্তির ভাগ স্ত্রী, মেয়ে বঞ্চিত হবে, এখানে কীভাবে সুরাহা করবেন। আমি শরিয়া আইনে হাত দিতে বলবো না, সম্পত্তি আইনে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন,আমি জানি না আপনারা বিজ্ঞ সবাই আছেন, তবু বক্তব্য এইটুকু থাকবে, সেখানে যদি ছেলে মেয়ে না লিখে যদি সন্তান লিখে দেন, সে সন্তান ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক অন্তত তার ভাগটা তো সে পাবে। এভাবে একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এটা বললে অনেক হুজুররা লাফ দিয়ে এসে পড়তে পারে। কিন্তু তারপরেও এই সমস্যাটা সমাধান করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আমাদের অনেক ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা কিন্তু বলেছেন যে মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ করা যেতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা অনেকেরই মনের কথা, বিশেষ করে যাদের দু'টি মেয়ে আছে তারা এটাই ভাবেন যে আমার সম্পত্তি লিখে দেই, সমস্যা আরও আছে, আপনি যে সম্পত্তি লিখে দেবেন, লিখে দিলে দু'দিন পরে জামাই এসে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তখন আপনি কোথায় যাবেন? অসহায় হয়ে যাবেন। অনেক সময় দেখা যায় মেয়েও আর বাপ মাকে চেনে না। সম্পত্তি পেয়ে গেছে আর চেনার দরকারটা কি! মা-বাবা হয়তো রাস্তায়! অথবা বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই হয়। খবরও নেয় না, সেই সমস্যাটাও আছে।

কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত অন্তত আমৃত্যু যেন নিজের অধিকারটুকু থাকে, মৃত্যুর পরে সন্তানরা বা মেয়েরা যেন অধিকারটুকু পায় ।সমাধানের পথ সবাই মিলে খুজেঁ দেখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ক্ষেত্রে আমাদের সাবেক বিচারপতি, বিচারপতি অন্য সবাই আছেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করবো- হ্যাঁ আমাদের ইসলাম ধর্ম, মুসলিম আইন মানতে হবে এটা ঠিক। তারপরেও মেয়েদের যে অধিকারটুকু সম্পদে, বাবা করে গেছেন সম্পত্তি কিন্তু সেখানে কেন আরেকজন এসে এভাবে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যাবে? কিছু (লোক) এই শরিয়া আইনের দোহাই দিয়ে মা ও মেয়েকে বঞ্চিত করে দিয়ে যার বাবার হাতে বা স্বামীর হাতে গড়া সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে দিয়ে যে সম্পদ কেড়ে নেয় এর কোনো সুরাহা করা যায় কিনা? আপনারা দয়া করে দেখবেন। এভাবেও কিন্তু অনেক সামাজিকভাবে অনাচার হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আমি বলবো পাকিস্তানি মিলিটারি ডিকটেটর আইয়ুব খান একটা কাজ করে গেছেন। আপনারা জানেন সেটা- আগে আমাদের শরিয়া আইনে ছিল বাবার সামনে ছেলে মারা গেলে ছেলের সন্তানরা কোনো সম্পত্তির ভাগ পেতো না। বাবার সম্পত্তিতে মেয়েদের বঞ্চিত হওয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্যায়ের শিকার অনেক সময় অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারও হয়। মনে হয় পৃথিবীর একটি মাত্র ধর্ম, আমাদের ইসলাম ধর্ম যেখানে মেয়েদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে সম্পদে। অনেক সময় মেয়েরা বঞ্চিত হয় বা সেই সম্পত্তি তারা পায় না। ভাইয়েরা দিতে চায় না। এমনও ঘটনা আমরা দেখেছি। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে যখন সরকার গঠন করি, বস্তি এলাকায় অনেক ছোট ছোট শিশু রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। তাদের নিয়ে এসে, কেন তারা বস্তিতে থাকে, কি কারণে তারা বস্তিতে থাকে তা ছোট ছোট শিশুদের কাছে শুনি তখন জানতে পারি সমাজের অনেক অন্ধকারের কথা। 'সেখানে দেখা যায় ভাই ভাইকে খুন করেছে অথবা আত্মীয়-স্বজন খুন করে সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। ভাইয়ের ছেলেমেয়ে স্ত্রীসহ তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তাদের স্থান হয়েছে বস্তিতে, ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে টোকাই আর নারীর ভাগ্য কি হতে পারে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন, হয় সে নিজে বাড়ি বাড়ি কাজ করে খাচ্ছে অথবা পতিতালয়ে স্থান হচ্ছে। এই যে সামাজিক অবিচারটা হয়, এগুলোর দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবার অনেক অর্থশালী, সম্পদশালী, তাদেরও আমি দেখেছি,

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

শিশির অধিকারীর সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুরের হেঁড়িয়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে মোদীকে আক্রমণ মমতার

কাঁথি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বৈশাখী দুপুরে পারদ চড়ে ৪২ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হেঁড়িয়াতে তৃণমূলের মঞ্চে মাইক্রোফোন হাতে খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ঙ্ড্র'ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ভারত গড়তে ৪২-এ ৪২টা আসন এনে দিন। মোদী সরকারের ভাঁওতা মানুষ ধরে ফেলেছে।ঙ্ড্র' সেই সঙ্গে মোদী সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

রবিবার কাঁথি লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শিশির অধিকারীর সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুরের হেঁড়িয়াতে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঙ্ড্র'পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শহীদদের জেলা। এই জেলায় মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি সরকারি কলেজ, কোলাঘাটে পলিটেকনিক কলেজ তৈরি করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুরে দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয়জল প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জেলায় ১৪টি কর্মতীর্থ করা হয়েছে। দিঘা-নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়ক করা হয়েছে। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাবুই এ ৭০০ কোটি টাকা খরচ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভার হয়েছে। এই জেলায় উন্নয়নের কিছু বাকি নেই। দিঘা নতুন রূপে সেজেছে।হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষৎ ৮০০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন রূপে সেজে উঠেছে। এই জেলা শিক্ষায় অনেক এগিয়ে রয়েছে।

হেঁড়িয়ার জনসভা থেকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ঙ্ড্র'বিজেপির কাছে আজকে সিপিএম পতাকাটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। নন্দীগ্রামে যা হয়েছিল তা আমি ভুলে যাইনি। আজও নন্দীগ্রামে ১৬ জন মানুষ ফিরে আসেনি। আমরা খেজুরি, এগরা, পটাশপুর, হেঁড়িয়াতে ঢুকতে পারিনি। নন্দীগ্রামে সিপিএম আমাদের ঢুকতে দেয়নি। বহুবার আমাদের আটকানো হয়েছে। নন্দীগ্রামে সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সিপিএমের হার্মাদ এখন বিজেপির জল্লাদ। তারা এক হাতে তলোয়ার, গদা নিয়ে সন্ত্রাস করছে। বাংলায় মোদী এসে বলছে এখানে নাকি দুর্গা পুজো হয় না। তাই বলছি মিথ্যাবাদীর দল। বিজেপির এক-একটা সভায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। বিজেপির সবেতে দিল্লি, মুম্বই থেকে এজেন্সি নিয়ে এসে কাজে লাগানো হচ্ছে। এত টাকার উৎস কোথায়? সবার ব্যাঙ্ক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা কি জমা হয়েছে? নোটবন্দি করে দেশে দুরবস্থা এনেছে বিজেপি। আমরা হিন্দু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। বাংলায় নরেন্দ্র মোদী ফ্যাসিস্ট কায়দায় সরকার ফেলার চেষ্টা করছে। নির্লজ্জ একটি রাজনৈতিক দল। নরেন্দ্র মোদী উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছে। বারাণসীতে মিটিং করে বিজেপি কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয় না। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ বেশি। এটা বাংলার নির্বাচন নয়, এটা দিল্লির নির্বাচন। তাই নরেন্দ্র মোদীকে একটিও ভোট দেবেন না। দিল্লিতে একটা চ্যানেলকেও ওনার বিরুদ্ধে কথা বলতে দেওয়া হয় না। আগামীদিনে বাংলাই শেষ কথা বলবে। কয়েকটা আরএসএস-এর লোক বলছে আমরা হিন্দু রাষ্ট্র চাই। ধর্ম-ধর্ম-সমন্বয়। সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। মনে রাখবেন এটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বিজেপি আগে জন্মেছে না, মা দুর্গা আগে জন্মেছে? তাই ধর্ম আমাকে শেখাচ্ছে! চাকরি, খাওয়ার, বাসস্থান দেবেন না, খালি মানুষকে ধর্মে ধর্মে ভাগ করবে। পাঁচ বছর আগে বলল আমি চা-ওয়ালা। পাঁচ বছর পরে বলছে আমি চৌকিদার। ইয়ে চৌকিদার কেয়া হ্যায়? চৌকিদার চোর হ্যায়। তাই এই চৌকিদারকে বিদায় দিতে হবে।

মমতা জানান, ঙ্ড্র'রাজ্যসরকারের ন"শো কোটি টাকা দিয়ে শস্যবিমা করে দিয়েছি। কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী করে দিয়েছি। আমরা রাজ্যে আয়ুষ্মান করতে দেব না। আগেও তো অনেক সরকার ছিল, কেউ কিছু করেছে। আমরা বাংলায় মোদীবাবুকে গোল্লা দেব। আগে দিল্লি সামলা, তারপর সামলাবি বাংলা। কাঁথি, মালদাতে তৃণমূল কর্মীরা খুন হয়েছে। বাংলায় বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। দিল্লিতে বিজেপিকে বোল্ড আউট করবই। ঙ্ড্র'তুমি আমাকে ৪২ এ ৪২ দাও, আমি তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ভারত দেব। এদের "কন্যাশ্রী" দেওয়ার টাকা নেই। কিন্তু দিল্লিতে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্টি অফিস করার টাকা আছে। ভোটপ্রচারে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বিজ্ঞাপনে।

সব্যসাচীর পর বামপ্রার্থীদের ভোটদানের আবেদন কমলেশ্বরেব

কলকাতা,২৮ এপ্রিল(হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে কোন কেন্দ্রে বামেদের মাটি বেশী শক্ত আর কোন কেন্দ্রে নয়, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না কেউই।এমত অবস্থায় বামেদের হয়ে প্রচারের ময়দানে শামিল টলিউডের বেশ কিছু তারকা । অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর পর এবার বাম প্রার্থীদের ভোটদানের আবেদন করলেন পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে মিটিং, মিছিলের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াকেও প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাম বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় বেরিয়ে প্রচার না করলেও, সোশ্যাল মিডিয়াতেই জনসংযোগ করছেন তাঁরা । লোকসভা নির্বাচনের মরশুমে পরিচালক কমলেশ্বরও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে বাম প্রার্থীদের ভোটদানের আবেদন জানান ঊ পরিচালক সেই ভিডিওতে বলছেন, 'বামেদের ভোট দিয়ে দুঃসময়ের বদল ঘটান ঊ এবাবের ভোটে ধর্ম ও জাতপাতের বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে ভোট চাওয়া হচ্ছে'ঊ পরিচালক কমলেশ্বর জাত ধর্ম ছাড়াও কৃষক আত্মহত্যা, বেকারত্ব, বন্ধ কলকারখানা, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক বড় ইস্যু এই বার্তাও দিয়েছেন ভিডিওতে।

ওডিশায় চতুর্থ দফায় ছয়টি লোকসভা এবং ৪১ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট সোমবার

ভুবনেশ্বর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে নিজের গড় বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিজেডি সুপ্রিমো তথা ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। সোমবার গোটা দেশের সঙ্গে চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ হবে ওডিশায়। ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ হবে ওডিশায়। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি একই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে। সোমবার ৪১টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ছয়টি লোকসভা এবং ৪১টি বিধানসভা কেন্দ্র ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ১০,৭৯২ বুথে হবে ভোটগ্রহণ। ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫২ জন প্রার্থীর। অন্যদিকে ৪১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৩৩৬ জন প্রার্থীর। রাজ্যের ৯৫,১৪,৮৮৩ ভোটার এই নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। যে ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে সেগুলি হল ময়ূরভঞ্জ (তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত), বালাসোর, ভদ্রক (তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত), জাজপুর (তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত), কেনদ্রাপাড়া এবং জগতসিংপুর(তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত)। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই ছয়টি লোকসভা কেন্দ্র নিজেদের দখলে রেখেছিল বিজেডি। অন্যদিকে গত নির্বাচনে ৪১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩৭টি আসন নিজেদের দখলে রেখেছিল বিজেডি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। ওডিশায় বিজেডি-কে জোর টক্কর দিতে মরিয়া বিজেপি। রাজ্য প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। একাধিক নির্বাচনী প্রচারে এসে রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খনি মাফিয়া এবং চিটফাণ্ড ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে সকল হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য সোমবার নির্ধারণ হবে তাঁরা হলেন বৈজন্ত পান্ডা, প্রতাপ সারাঙ্গী, রবীন্দ্র কুমার জেনে এবং অভিনব মোহান্তি।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অসম ও প্রতিবেশী ত্রিপুরায়, গৃহহারা বহু, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন পাথারকান্দি

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে কালবৈশাখীর তাণ্ডব কমার কোনও লক্ষণই নেই। গত কয়েকদিনের মতো রবিবার কাকভোর এবং দুপুরে প্রলয়ঙ্করী কালবৈশাখীর প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ অসমের বৃহত্তর পাথারকান্দি-সহ প্রতিবেশী ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাথারকান্দির হাতিখিরা, মেদলি, পুতনি, চাম্পাবাড়ি, ইচাবিল, চাঁদখিরা, আদমটিলা চা বাগান। এছাড়া সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার সরলা ও মহেশপুর চা বাগানেও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ত্রিপুরার দুই বাগানের বিস্তীর্ণ এলাকায় অসংখ্য গাছপালা পড়ে একদিকে যেমন চা গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে অনেক শ্রমিক ভেঙে পড়া গাছের চাপায় আহত হয়েছেন। তাঁদের কয়েকজনকে কদমতলা হাসপাতাল এবং অন্যদের অসমের মাকুন্দা ও বাজারিছড়া হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

আজ ভোরে এবং বেলা প্রায় দুটো নাগাদ প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসে ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ের তাণ্ডবে একাধারে গৃহস্থদের বাড়িঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। কেবল তা-ই নয়, একাধারে গাছগাছালি ভেঙে পড়ে বহু বসতঘরকে ভূপতিত করে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে অসংখ্য গাছ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি রাস্তায় ও গৃহস্থদের বাড়ির ওপর আছড়ে পড়ায় পাথারকান্দি শহর, কানাইবাজার, লোয়াইরপোয়া, শিবেরগুল, বাজারিছড়া, ইচাবিল, নাগরা, কন্টেকছড়া, কুকিতল, চাম্পাবাড়ি, তিনখাল, সলগই, হাতিখিরা, রাধাপ্যারি, হরিবাসর প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রায় চার শতাধিক পরিবার গৃহহারা হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর। এতে অসংখ্য বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি ধরাশায়ী হওয়ায় গোটা অঞ্চল অন্ধকারে ডুবে আছে।

আজকের দফাওয়াড়ি কালবৈশাখীর তাণ্ডবে অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি, ফুলবাড়ি, লক্ষ্মীনগর, খেরেংজুরি, খাদিমপাড়া ইত্যাদি এলাকারও বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অধীনস্থ লক্ষ্মীনগর এলাকার করিমপাড়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের হরেন্দ্র রুদ্রপাল, মোহাম্ম দলেইস উদ্দিন, মহম্মদ আব্দুল মালিক, আব্দুল হাসিব, পূর্ব ফুলবাড়ির কলিন উদ্দিন প্রমুখদের বসতগৃহ ঝড়ের করাল থাবায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। বহু বসতগৃহের ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ঘরগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের খবর পেয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি বর্তমানে গুয়াহাটিতে রয়েছেন। সেখান থেকে দলের স্থানীয় কার্যকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, পীড়িতদের খোঁজখবর নিয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করতে। তাঁর নির্দেশে বিকেলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া বিজেপি ব্লক মণ্ডল কর্মকর্তারা। ফোনে বিধায়ক জানান, কালবৈশাখীর শিকার পীড়িতদের মধ্য শীঘ্র ত্রাণসামগ্রী-সহ জরুরিভিত্তিতে ত্রিপাল বিলি করতে জেলা প্রশাসনকে বলেছেন তিনি। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত প্রশাসনের কেউ কোথাও যাননি বলে খবর পাওয়া গেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় দুই পুলিশকর্মী সহ নিহত তিন

বিজাপুর, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : মাওবাদী হামলায় নিহত দুই পুলিশকর্মী।পাশাপাশি নিহত এক গ্রামবাসীও। ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার পামেদ এলাকায়। রবিবার পুলিশের তরফে এমনই জানা গিয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার পামেদ এলাকায় সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দুজন পুলিশসহ একজন গ্রামবাসী নিহত হয়। গ্রামবাসী ও পুলিশ কর্মীদের আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে তেলেঙ্গানায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিতকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত পুলিশ কনস্টেবলের নাম অরবিন্দ মিঞ্জ, সহকারী কনস্টেবলের নাম সুক্কু হাপকা। গ্রামবাসীর নাম কায়াস্তি ইটটা। মাওবাদীদের চার-পাঁচজনের একটি দল নিরাপত্তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

মমতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে কমিশন

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স): এবার স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সিউড়িতে নির্বাচনী প্রচারসভা থেকে অনুব্রতকে "ধমকে চমকে" ভোট করার কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সেই সভার ভিডিও ফুটেজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের তরফে বীরভূমের জেলাশাসক মৌমিতা গোদরা বসুর কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। রবিবার জানা গেছে, জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে সেই ভিডিও সংগ্রহ করে দিল্লিতে নির্বাচন সদনে পাঠাচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবার সিউড়ির সভায় বিজেপির বিরুদ্ধে অনুব্রত মন্ডলকে রণকৌশল বাতলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভায় তিনি বলেন 'কেষ্ট ওরা পিছনে লাগবে। তুমিও একটু একটু চমকাবে, ধমকাবে। বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করবে'। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। যদিও সূত্রের খবর, স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই ওই দিল্লির নির্বাচন সদনে ভিডিও পাঠাচ্ছে কমিশন। এদিকে ভোটকর্মীরাই অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে শাসকদলের হয়ে ভোট করাতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। শুধু নজরবন্দি করা নয়, অনুব্রত মণ্ডলকে ঝাড়খণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও সে সবকে পাত্তা দিচ্ছেন না অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির দাবি, 'গুড়-বাতাসা, নকুলদানা সব দেওয়া হয়ে গেছে। উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে নজরবন্দি করে লাভ নেই'। এদিনও দলীয় কার্যালয়ে চোখে পড়ল, ভোটের আগেরদিন কর্মীদের নকুলদানা বিলোচ্ছেন "কেষ্টদা"। জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'কর্মীরা এসেছে। নানুরে কাল কী করতে হবে বলে দিলাম'। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নকুল দানা বিলিই অনুব্রত মন্ডলের সংকেত। আগামীকাল নির্বাচন চলাকালীন নানুরে অশান্তি হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

নির্বাচনে প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে - ফের বিক্ষোভ ঐক্যমঞ্চের

মেদিনীপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ফের প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন ভোট কর্মীদের। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের ব্যানারে রবিবার ফের একদল শিক্ষক শিক্ষাকর্মী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের দফতরে হাজির হন বেলা এগারোটা নাগাদ। ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা সম্বলিত বেশ কিছু দাবি নিয়ে মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে তথা জেলা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজকুমার রায়কে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক তদন্ত আজও হয়নি। সেই কারণে আমাদের আশঙ্কা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সেই একই ভাবে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছি আমরা। তাই আমরা চাই ৮০ বা ৯০ শতাংশ নয়, প্রতি বুথেই কেন্দ্রীয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।